প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১১এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
সুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অজিত গুপ্ত

স্বর্গতা সহধর্মিণী

সুকৃতি দেবীর

উদ্দেশে

পরিচায়িকা

'পর্ণপুট'-এ সজ্জিত, 'ব্রজবেণু'তে ধ্বনিত, 'আহরণ' 'আহরণী'তে আহৃত, 'বৈকালী'তে নিবেদিত, 'সন্ধ্যামণি'তে অধিবাসিত, বিবিধ সারস্বত-উপচারে আহুতি অর্পণের অবসানে অবশিষ্ট হব্য-সম্ভারে কবিশেখর প্রশান্ত-প্রাণে এই 'পূর্ণাহুতি' প্রদান করিয়াছেন।

তিনি স্নেহবশতঃ আমাকে এই গ্রন্থের পরিচায়িকাটি লিখিতে দিয়াছেন।

গৃহস্থাশ্রমের বিবিধ ও বিচিত্র কৃত্যের অনুষ্ঠানে স্মরণীয় ও বরণীয় বলিয়া এই গ্রন্থে নিবেদিত বাণী-সম্পদ এই পুণ্য-ভূমির সংস্কৃতি-ধারার সহিত স্বাভাবিক ভাবেই ওতপ্রোত।

স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্ম ও নীতির প্রতি আকর্ষণ, পারিবারিক জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, বিদ্যার্থীদের প্রতি দরদ, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি, দেশাত্মবোধ, পল্লীপ্রাণতা, পৌরাণিক বিষয়ের ও চরিত্রের নব-ব্যাখ্যান, অতীত ভাবধারার অনুস্মৃতি ও বৃন্দাবনী ভাব-পরিমণ্ডলের প্রতি অনুরক্তি কবিশেখরের কাব্য-সাধনার প্রধান উপজীব্য।

এই গ্রন্থে পূর্ব-ধারারই অনুসরণ লক্ষিত হইবে, তবে জীবন-সায়াহ্নের বর্ণ-বিরলতার ম্লান ছায়াপাত আহৃত কবিতাগুলিতে আভাসিত হওয়াই স্বাভাবিক।

'পূর্ণাহুতি' কবিশেখরের বাণী-সাধনার পরিশিষ্ট-সঙ্কলন হইলেও, ইহা তাঁহার সমগ্র সৃষ্টিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করিবার

পক্ষে আবশ্যক। বর্ষের ভাণ্ডার বিবিধ ঋতুর রসসম্ভারে সম্পূর্ণ, শীতের অবদানেরও যথানির্দিষ্ট স্থান ও উপযোগিতা আছে।

রূপকে, প্রতীকে, সঙ্কেতে বা রঙ্গ-ব্যঙ্গে অভিব্যক্ত উল্লেখযোগ্য পশুজীবন-বিষয়ক কবিতার মধ্যে মৃগ', 'গর্দভ', উষ্ট্র', 'ভল্লুক', ও 'গাভী', কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে; এই গ্রন্থে 'সিংহ', 'বৃষভ', 'ছাগ', 'শৃগাল', 'মহিষ', 'মেষ', 'অশ্ব', 'গণ্ডার', 'বানর-প্রশস্তি', ও 'হস্তি-প্রশস্তি' সন্নিবিষ্ট করিয়া এই পর্যায়টিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে।

অধুনা-অপ্রচলিত কবির প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 'কুন্দ' রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। অকৃত্রিম রবীন্দ্র-ভক্তি-প্রণোদিত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বিরচিত এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট কবিতা কয়টিও লক্ষণীয়।

ইহা ব্যতীত বিষয়বস্তু অনুসারে সাধারণভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিলে বিবিধ কবিতার মধ্যে 'ফুলের জন্ম' 'ভগবানের স্বরূপ' 'আমার দেবতা', 'দ্বিভুজ মুরলীধর', 'ধর্মের নামে', 'মানুষের ভগবান', 'চিদানন্দ', 'অনুতপ্ত', 'বিশ্বাস', 'শ্যামনাম', 'বিধাতার হাসি' ও 'প্রণাম' অধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত; 'ফসলহারা ক্ষেত', 'সন্ধ্যামণি', 'পিতলের ঘট', 'নিঃসঙ্গ পথে' ও 'যশতৃষা' বৈরাগ্যের গৈরিক বর্ণে অভিরঞ্জিত; 'স্বাধীনতা', 'কবির ভারত', 'ভারত মাতা', 'ভারতের কবি' ও 'ভারতভাবনা' দেশপ্রেমানুরঞ্জিত; 'জিজ্ঞাসা', '৬৬ সাল', 'বিস্ময় ও বেদনা', ও 'কলেজের মেয়ে' যুগসমস্যাশ্রিত; 'ফুল', 'বেলফুলের চারা' ও 'ছন্দোবালা' প্রতীকাত্মক; 'জ্ঞান ও ধ্যান', স্বীকৃতি', 'মনের মানুষ' ও 'আমার মা' কবির আত্মজীবনে অভিদ্যোতক;

'প্রাচীনা', 'রূপান্তরিতা', 'শোকপুরী', 'মায়ের আহ্বান', 'মায়ের কৈফেয়ত', 'নব-প্রসূতি' ও 'মৃতুশোক' গার্হস্থ্যজীবনসমাশ্রিত ; 'মানিনীর মান', 'মালতী লতা', 'কোজাগরী জাগরণ', 'ব্যবধান' ও 'ধনপতি' প্রেমানুপ্রাণিত ; 'রূপান্তর', 'পল্লী-কিশোরী' ও 'গাঁয়ের কবি' পল্লীপ্রীতির অনুস্মারক' ; 'অতীত ও বর্তমান', 'অতীত', 'ইতিহাস' ও 'বাল রামায়ণ' অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাপরিসূচক ; 'দ্বিজেন্দ্রলাল', 'শকুন্তলার কবি,' 'মহারথ নেহেরু' 'ব্যাধের শরে', 'বলেন্দ্রনাথ', 'খৃষ্টদেব', 'দয়াল প্রভু', 'ভক্ত পাঠক' 'অগ্নিগর্ভ ভস্ম', 'সিরাজ' ও 'মিহির সেন' প্রশস্তি-দ্যোতক এবং 'যক্ষধন', 'ধর্মের নামে', 'সোনার স্বপন', 'জোড়হাতের গান', 'দ্বিপদী', 'কবির প্রয়োজন', 'মহাকালের বিচার' ও 'মশক' ব্যঙ্গ-রসাত্মক।

উল্লিখিত তালিকা হইতেই বুঝা যায় যে গ্রন্থখানিতে বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে কবিশেখরের কাব্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

'পূর্ণাহুতি' কবির সারস্বত যজ্ঞের সম্পূর্ণতাজ্ঞাপক তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণ হইলেও আনন্দের কথা এই যে, কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতা-রচনাশক্তি এ বয়সেও অব্যাহত আছে ; হয়তো ইহার কারণ—

> যুগ-বাত্যা তুলিয়াছে তীব্র আলোড়ন
> হেথা বঙ্গ-ভারতীর পুষ্পিত প্রাঙ্গণে,
> বিঘ্নিত প্রশান্তি বুঝি তা'রই উদ্বেজনে ;
> সচকিত সারস্বত সাধকের মন।

মাধবী-তুলসীমঞ্চে সজ্জিত অঙ্গন
সায়াহ্নের ছায়া-স্নিগ্ধ শান্ত শুভক্ষণে
সন্ধ্যা-দীপে স্বপ্নাবিষ্ট গহন গগনে
নীরবে তুলিয়া ধরে নম্র নিবেদন।
যুগ-বাত্যা আসে—যায়, আলোড়ন যত
মাধবী-তুলসীমঞ্চে শান্ত হ'য়ে আসে,
এ-বঙ্গের সমাহিত সারস্বত ব্রত
প্রাঙ্গণের পুষ্পে পুষ্পে সহজ বিকাশে
মুগ্ধ করে রঙ্গ-ভরে সবারে সতত।
রহস্যের হাসি শুধু মহাকাল হাসে।

সূচীপত্র

কবিগুরুর আশীর্বাদ

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ

বিধির সৃষ্টি কভু সুন্দর, কভু সুন্দর নয়,
তোমার সৃষ্টি চিরসুন্দর পরমানন্দময়।
বিধির মর্ত্য ভাঙিয়া গড়িলে তুমি,
কল্পলোকের হ'ল তা স্বপ্নভূমি।
মৃত্যুগরল মথিত ভুবনে দিলে অমৃতের স্বাদ,
শোধন করিলে বিধাতার পরমাদ,
নয়নে লেপন করিলে রসাঞ্জন,
অধিগত তায় হ'ল মনোলোকে ইন্দ্রিয়াতীত ধন॥

কত কাল হ'ল সৃষ্ট এ ধরাখানি,
জরায় তাহার ঘটিল অঙ্গহানি ;
নবযৌবন তাহারে দিয়েছে আনি
তব শ্রীমুখের মায়া-মন্ত্রের বাণী।
খালিত্য তার পালিত্য তার হ'ল লালিত্যময়,
বরবর্ণিনী রূপে সে সবার হৃদয় করিল জয়॥

জরতী ধরার ছিল না আকর্ষণ,
স্বর্গের পরিকল্পনা তাই রচিয়াছি অকারণ।
সে ধরারে দিলে নবকলেবর তুমি,
স্বর্গ হতেও গরীয়সী হ'ল মোদের বিশ্বভূমি।

পূর্ণাহুতি

জীবনে করিলে প্রিয়তর, দিলে স্বাদুতা বাড়ায়ে তার
এ ধরা ত্যজিতে বাসনা হয় না আর ॥

শ্যামলা কল্পধেনুরূপ তুমি দিলে এই ধরণীরে,
হরের অট্টহাস্য বিলালে কাশ-পুলিনার তীরে।
চন্দনাক্ত করিলে মন্দ চৈত্রী মলয়ানিলে।
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তরে তাপস-মহিমা দিলে।
শাল-শাল্মলী গহনে জাগালে মোহন স্বপ্নমায়া।
তোমার ভূমায় সকল সীমায় হেরি অসীমের ছায়া।
ধ্যানগম্ভীর গরিমা সঁপিলে সকল গিরির রূপে,
কুহেলিকা-ধূম হ'ল সুরভিত তোমার ধ্যানের ধূপে।
রহস্যময় মেদুর ঘনিমা দিলে আষাঢ়িয়া মেঘে
সাতরঙা ধনু আটরঙা তব তূলির পরশ লেগে।
তব স্বাক্ষর ব'য়ে
প্রকৃতির দান অমৃতায়মান তোমার প্রসাদী হ'য়ে ॥

॥ ২ ॥

ভুবন সুন্দর ছিল জীবন মধুর,
প্রকৃতির রূপ ছিল উৎকলাপ যেন-বা ময়ূর।
রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-ধ্বনি
সঞ্চার করিত সদা মধুময়ী প্রীতি প্রহ্লাদনী।
নিশা ছিল শান্তিময়ী, ঊষা ছিল মৃতসঞ্জীবনী,
করিত শিল্পীর তূলী, কবির লেখনী

পূর্ণাহুতি

ধরাজননীর দান—পরমান্নে কর্পূর-বাসিত।
দূত হয়ে পয়োধর যাইত আসিত॥

রবিশশী গ্রহতারা, ছায়াপথে খণ্ডিত গগন—
ছিল তারা সবাই আপন।
নদী হ্রদ গিরিবন পশুপক্ষী তরু তৃণ লতা
সকলের সাথে ছিল হৃদ্য গূঢ় গাঢ় আত্মীয়তা
যাহা কিছু জড়
সবাই আপন ছিল প্রাণবন্ত, কেহ নয় পর॥

তারপর আসিল বিজ্ঞান
নানা যন্ত্রপাতি লয়ে তার অভিযান ;
ধরারে করিল অধিকার,
এ ভুবন হ'ল তার গবেষণাগার।
সৌন্দর্য মাধুর্য সব নিঙাড়িয়া করিল সন্ধান
এ বিশ্বের মূল উপাদান,
জীবন জড়েরি লীলা করিল প্রমাণ।
স্থূলহস্ত-অবলেপে দূরে গেল মায়া ইন্দ্রজাল,
কঙ্করে রহিল পড়ি শুধু বনমানুষী কঙ্কাল।
হ'ল সৃষ্টি রসশোষী রসায়নে তার
অঙ্গার-লবণ-ক্ষার-ধূলি-ভস্ম-বাষ্প-সমাহার।
সঙ্গীত ডুবায়ে দিল যন্ত্রের ঘর্ঘর
ধূম-ভস্মময় হ'ল নির্মল অম্বর॥

লইয়া রবীন্দ্রজাল তুমি এলে হে কুহকী কবি,
নূতন করিয়া তুমি বিরচিলে সবি।
পরশমণির কাঠি বুলাইলে সবার উপর,
ভুলাইলে বিজ্ঞানের সব আড়ম্বর।
মহত্তর সত্য তব, বিজ্ঞানের সত্য পরম্পরা
করিয়াছে কবলিত, নবরূপ ধরিয়াছে ধরা।
জুড়াইল ধরণীর যন্ত্রের যন্ত্রণা,
শুনিল সে তব মায়ামন্ত্রের মন্ত্রণা,
চোখে পরাইলে তুমি যাঁদুর অঞ্জন,
আবার সুন্দর হ'ল জীবনভুবন।
কহিলে বিজ্ঞানে তুমি, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'।
অমৃতের পুত্রগণে ডাকিয়া কহিলে বার বার—
যা কিছু সুন্দর তাই সত্য চিরন্তন,
সুন্দরেরি নিত্যলীলা এ বিশ্বভুবন'।
আংশিক সত্যের 'পরে কোরো না নির্ভর,
'পূর্ণ সত্য শিবময়, নয় অসুন্দর ॥

॥ ৩ ॥

সুরের গুরু, একদা এই সুরধুনীর তীরে
জন্ম নিলে যে তিথিতে তাই এল আজ ফিরে।
তেম্‌নি তাহার উত্তরীয়ে চম্পক-সৌরভ,
তেমনি তাহার প্রবেশপথে সুফল-গৌরব।
পঞ্চতপা প্রকৃতি আজ তপস্বিনীর রূপে
তোমার নামই অক্ষমালায় জপছে চুপে চুপে।

পূর্ণাহুতি

এই বোশেখের সারা দেহে চরণ-চিহ্ন এঁকে
চলে গেছ তোমার স্মৃতি অমর ক'রে রেখে ॥

উৎসবহীন মাস

ধন্য হ'ল। অঙ্গে তাহার শিহরে উল্লাস ;
উৎসবময় হ'ল তাহার প্রতিটি দিবস,
তোমার অনুরাগের রসে তদ্‌গত বিবশ।
পঁচিশে বৈশাখ,
কালের তীর্থ হয়ে শাঁখে বিশ্বেরে দেয় ডাক।
আভ্যুদয়িক তব,
মোদের প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে নিত্য নব নব ॥

প্রতি প্রাতেই জন্ম তোমার নবজীবন লভি,
তোমার বরণ-শঙ্খ বাজায় পূব-গগনের রবি।
বইছে তোমার সুরের সুরধুনী
বাইছে তাতে 'সোনার তরী' দেশের যত গুণী।
ঘাটের নেয়ে বাটের বাউল গোঠের রাখাল যারা
তোমার গানেই গুরুবরণ করছে আজি তারা।
স্মরায় তোমায় বনের জোনাক, কোণের পারাবত ;
স্মরায় তোমায় গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ।
চলে গেছ চোখের অগোচরে,
দেখছি তোমায় ভুবন জুড়ে দেখছি ঘরে ঘরে ॥

॥ ৪ ॥

হে ত্রিকালদর্শী কবি, এই দেশ-কালের জগৎ
শ্রীকরকলিত তব আমলকবৎ।
হেরিলে বিশ্বনে
দূর-গতে অনাগতে নখের দর্পণে ॥

ত্রিযুগের কবি তুমি, শুধু বর্তমান
তোমার হৃদয়রসে নয় কবি নবপ্রাণবান।
উদয়ন-কণিষ্কের রাজসভাতলে
পঠিত হইত যদি তব কাব্য, মুগ্ধ কুতূহলে
শুনিয়া বিদগ্ধজন জয়ধ্বনি তুলিত তোমার।
যাহা নিত্য চিরন্তন উপভোগ্য হয় না কাহার?

সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীর হবে রূপান্তর,
এই বর্তমান সাথে হবে তার প্রভেদ বিস্তর,
তোমার অমর কাব্য বিভিন্ন ভাষায় ঘরে ঘরে
তখনো পঠিত হবে প্রেমানন্দভরে।
প্রেম চিরন্তন ধন, তারে যাহা করেছে আশ্রয়
তাহার তো নাই ক্ষয় অথবা বিলয়।
বিশ্ব হ'তে প্রেম যদি লুপ্ত হয়ে যায়,
মানুষ যন্ত্রের মতো যদি কভু জড়ত্বই পায়,
কিংবা সে পশুত্ব লভি হৃদয় হারায়,
তবে—তব কাব্য কবি লইবে বিদায়।

তবে সেই দিন
বেদ-সম তব কাব্য ব্রহ্মে হবে লীন।
মন্বন্তরে তব কাব্য নূতন জগতে
ফিরিয়া আসিবে নব সভ্যতার চক্রাবর্ত-পথে ॥

॥ ৫ ॥

ভাগ্যে যদি মিলে যায় মহারণ্যে সোনার ভাণ্ডার,
সন্ধানী কতটা পায়? যতটুকু শক্তি বহিবার
তার বেশি পায় না সে। দাতা করে মুক্তহস্তে দান,
যতটুকু অভাবের সেই দানে হয় অবসান,
জীবনের প্রয়োজন যতটুকু সেই দানে পূরে,
ততটুকু কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠে মর্মের মুকুরে।
গুরু বিতরেন জ্ঞান, সকলের নহেত সমান
গ্রহণ করার শক্তি। সমভাবে করে দীপ্তিদান
তপন সহস্র করে, মণি তায় হয় দীপ্যমান,
মৃৎপিণ্ড পায় না কিছু। মহানদে বারি অফুরান,
ঘট কতটুকু পায়? সে টুকুরই ঘট গাহে জয়;
তৃষিত তটের সাথে সে ঘটের তুলনা কি হয়?

আজি তব জন্মদিনে, কবিগুরু, তব পুণ্য নামে
বলিব ভাবিয়াছিনু কত কথা, একটি প্রণামে
ধূলায় মিলায়ে গেল। নিঃশেষে হইল নিবেদিত
ভক্তি করিবার শক্তি সযতনে ছিল যা সঞ্চিত

এই প্রাণে, ও-প্রণামে। কি পেয়েছি তাহার বিচার
করিনিক কোন দিন, শুধু জানি যাহা জানিবার—
যা পেয়েছি না পেলে তা ব্যর্থ হ'য়ে যেত এ জীবন,
তার তুল্য এ জীবনে নাহি মোর কোন কাম্য ধন॥

স্বপ্নে রও, সত্যে রও, কিংবা রও কল্পনা-জগতে
লোক-লোকান্তরে কিংবা যুগযুগান্তরে যাত্রাপথে,
হে চির-উপাস্য মম, যেথা রহ, উদ্দেশে তোমার
ভক্তিভরে অবনত চিত্ত মোর সর্বস্ব তাহার
লুটায়ে ধূলার 'পরে দূর হতে সঁপিছে প্রণতি
তব শুভজন্মদিনে; এ দীনের তাহাই সঙ্গতি॥

॥ ৬ ॥

মুক্তারে করিয়া মুক্ত শুক্তি যথা চিরমুক্তি লভে,
তরুলতিকার মুক্তি যথা ফলে কুসুমে পল্লবে,
সন্তানে প্রসবি যথা স্তন্য দিয়া মুক্তি লভে মাতা,
মিটায়ে সবার দাবি মুক্তহস্তে মুক্ত যথা দাতা,
কর্মবীর মুক্ত যথা উদ্‌যাপিয়া আপনার ব্রত
সর্বস্ব সমুদ্রে সঁপি নদী মুক্ত যথা অবিরত;
তেমনি নিঃশেষে সঁপি তব শতজন্মের প্রাক্তন,
সমগ্র জীবনব্যাপী মহাতপ সাধনার ধন,
যাহা কিছু আর্ষ আপ্ত, যত দিব্য ভাব অনুভূতি
গূঢ় চিন্তা, স্মৃতি, প্রীতি, স্বপ্ন, সত্য, প্রাণের আকূতি

পূর্ণাহুতি

সকলি নিঃশেষে সঁপি, ব্রহ্মে সঁপি কর্মফল-ভার
মুক্ত তুমি মহাকবি, বৃথা ভাবি ফিরিবে আবার !
তব সাধনার দান বিরাজিছে তব সৃষ্টিময়
শতশত শতাব্দীতে তার নাহি লুপ্তি ক্ষতি ক্ষয় ॥

॥ ৭ ॥

তুমি এ ধরায় অতিথি হলে যে
তাই ধরা বাসযোগ্য হ'ল ।
উপভোগ তুমি করেছ সৃষ্টি
তাই তা যে উপভোগ্য হ'ল ॥

গান গেয়ে গেলে তাই সব ধ্বনি
সুরে সুরে সুখশ্রাব্য হ'ল ।
তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েই
সকল ভাষণ কাব্য হ'ল ॥

তোমার রঙিন তূলিটির টানে
সব রূপ রূপচিত্র হ'ল ।
প্রেম দিয়ে গেলে সবারেই তাই
প্রতিকূল জনও মিত্র হ'ল ।

ভূমার তৃষ্ণা জাগালে মোদের
সেই তৃষা অনিবার্য হ'ল।
গুরুপ্রসাদী ধরার মাধুরী
তাই তা যে শিরোধার্য হ'ল॥

॥ ৮ ॥

সবার কথা বল্‌লে তুমি তোমার কথা বলবে কে ?
পঙ্গু হয়ে হিমাচলে লঙ্ঘিতে হায় চলবে কে ?
রবির স্বরূপ কে দেখাতে
মশাল তুলে ধরবে হাতে ?
সিন্ধুসলিল মাপতে গেলে নুনের পুতুল গলবে যে॥

তোমার পানে চেয়ে চেয়ে বিস্ময়ে যে পাই না থাই।
তোমার বিশ্বরূপটি দেখে চোখ বুজে রই, না তাকাই।
অবশ অসাড় সব অবয়ব,
পার্থসম কর্‌ব যে স্তব,
বাষ্পে রুদ্ধ কণ্ঠে মোদের তারো তরে ভাষ না পাই॥

রূপান্তর

বহু বছর পরে
গ্রামে গেলাম গ্রামটি শুধু চোখে দেখার তরে।
আধা-শহর, ভোল ফিরেছে, নেইক সে রূপ তার।
বদ্‌লে গেছে বিলকুলই সব সাবেক চেহারার।
পাশ দিয়ে তার রাস্তা পাকা, চলেছে বাস লরি,
গাঁয়ের পথের ছু'ধার গেছে দোকানপাটে ভরি'।
চক্ষে এল জল,
গ্রামটা যখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল!

সাতপুরুষের ভিটেমাটি বেচে দেনার দায়ে,
আমরা যখন গেলাম চ'লে মামার বাড়ীর গাঁয়ে,
তখন আমি ছেলেমানুষ, শুধুই মনে আছে
কেঁদে কেঁদে চলেছিলাম মায়ের পাছে পাছে।
কোথায় ছিল বাড়ী মোদের চিহ্নটি তার নাই,
পুকুর-পাড়ের বুড়ো অশথ চিনিয়ে দিল ঠাঁই।
চক্ষে এল জল,
গ্রামটা যখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল!

দেখি সেথায় সার্সী-দাঁতী দোতলা এক কোঠা,
যা ছিল হায় মোদের সবি গ্রাস করেছে ওটা।
পথের ধারে নীচের ঘরে বাড়ীর মালিকের
আবগারী আর চায়ের দোকান, লোক জমেছে ঢের।

পূর্ণাহুতি

সামনে মোদের খামারবাড়ী, ফিরেছে তার ভোল,
চলছে সেথা কলের ঘানি, বিকাচ্ছে তায় খো'ল।
চক্ষে এল জল,
গ্রামটা যখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল !

জামতরুটি কাটা গেছে, নিমতরুটি আছে,
বেগুনী ফুল আজো ফুটায় শীম লতা সেই গাছে।
বাল্যস্মৃতি জাগায় আমার, দেখছি চেয়ে চেয়ে,
চম্‌কে উঠি শিউলি ফুলের গন্ধ হঠাৎ পেয়ে।
মোদের ভিটে সুখেই আছে, অশ্রু কেন চোখে ?
ভিটের জন্য নয়ক, ওটা বাবা-মায়ের শোকে।
চক্ষে এল জল,
গ্রামটা যখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল !

মনে হ'ল ভিটেয় ডেকে বলি বারংবার—
'সইল না তোর দশ বছরের ছোট্ট ছেলের ভার,
কেমনে সয় সে গুরুভার গড়া যা লাখ ইটে ?
ওরে আমার সাতপুরুষের চালাঘরের ভিটে !'
ঐ মাটিটি তীর্থ আমার বাল্যজীবন-পথে,
ভরেছে তার ফুল-ফুটানো উঠান ইমারতে।
তীর্থ সবই ভরল যে আজ কুঠিকোঠার ভিড়ে,
কারবারীদের লক্ষ্মীপূজার মন্দিরে মন্দিরে।
চক্ষে এল জল,
গ্রামটা যখন শহর হ'ল কেঁদে কি আর ফল !

পল্লীকিশোরী

ঐ যে মেয়েটি নয়ন করিয়া নত
গায় গুনগুন, বল' দেখি কবি বয়স উহার কত ?
সন্ধ্যাবেলায় চাঁদপানে চেয়ে থাকে,
চমকায় কেন পাপিয়া-পিকের ডাকে ?
বন্ধ হয়েছে মুখের উচ্ছভাষ,
মাঝে মাঝে পড়ে নীরবে দীর্ঘ শ্বাস ॥

ব্যথার পুটে সে অজানা সুখের কোন্ অনুভূতি পায় ?
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কেন-বা ঝিরঝিরে মলয়ায় ?
চীনা-করবীর বোঁটা কেনই-বা চোষে ?
চুরি ক'রে কেন পান খাওয়া শিখিলো সে ?
কেয়ার পরাগ কেন সে জমায়, কি কাজ হবে তা দিয়ে ?
মালা গাঁথে কেন বকুলতলায় গিয়ে ?
ছোট ভাইটিরে কোলে তুলে চুমে ছুটে যদি কাছে আসে,
ছোট বোনটির খেলা-পাতি দেখি কেন মৃদু মৃদু হাসে ?

পোষা হাঁসটির পালখে বুলায় গাল,
শব্দ পেয়েও পুকুরের ধারে কুড়াতে যায় না তাল।
মাধবীলতারে জড়াইয়া দেয় গন্ধরাজের ডালে,
সকাল-বিকাল চারাগাছে জল ঢালে,

পূর্ণাহুতি

গাভীর অঙ্গে হাত বুলাইয়া শিহরণ দেখে তার,
খসে-খসে পড়া বসনাঞ্চলে বুক ঢাকে বার বার।
নয়নে উহার করে আশ্রয় লাভ
ভয়ে বিস্ময়ে দ্বিধা সঙ্কোচে কিলকিঞ্চিত ভাব।
হে তরুণ কবি, কবিতা হইতে ইহারে দিয়াছ বাদ,
সন্ধান রাখ—পেয়েছে মেয়েটি কিসের নতুন স্বাদ?

ফুলের জন্ম

লাখো লাখো যুগ ধরি বিধাতার শ্রম-সাধনার ফলে
যে রূপবীজের জন্ম হ'ল তা পড়ি ধরণীর তলে
অঙ্কুর লভি হ'ল একদিন তরুরূপে পরিণত।
তাহারে সাজাতে কিশলয়দলে কত যুগ হ'ল গত;
তরু-রূপ হেরি মুগ্ধ বিধাতা। পূর্ণ হ'ল না ব্রত,
তাই অনলস সাধনা চলিল আরো যুগ কতশত ॥

সহসা একদা কোরক ধরিল, কুসুম ফুটিল তায়,
বিস্মিত হয়ে নিজ সৃষ্টিতে বিধি তার পানে চায়।
সুষমার পরাকাষ্ঠার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহি,
উল্লাসভরে বিধি উঠিলেন গাহি—
তোমারে সৃজিয়া মোর ব্রত, ফুল, সার্থক করিলাম—
লাখো লাখো যুগ পরে আমি আজ লভিলাম বিশ্রাম ॥

বনভূমি করো আলো,
তোমারে যে ভালোবাসিবে সে জন মোরেও বাসিবে ভালো ॥
সৃজিলাম আমি সুন্দরতমে ভবে,
তোমারি জন্য আমার এবার মানব সৃজিতে হবে।
দেখে দেখে তোমা শেষ হয় না যে দেখা,
দেখি কত একা একা।

পূর্ণাহুতি

বুঝিবে মানব তুমি ফুল আহা কী যে অমূল্য ধন ?
তোমারি অঙ্গে মোর স্বাক্ষর রহিল চিরন্তন।
মুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টি আমার তোমাকেই সঁপিলাম।
শুচিসৌরভ হয়ে তা নিত্য স্মরাবে আমার নাম।
চিরসুন্দরে তোমাতেই সে যে পাবে
পশুত্ব তার লুপ্ত হইবে দিব্য সে দেবভাবে ॥

ফসলহারা ক্ষেত

পৌষ কাবার, হয়েছে সাবাড় ধান-কাটা মাঘ-মাসে,
মাঠপানে আর কোন চাষী নাহি আসে।
ধূ ধূ-করা সারা মাঠে কোন জীব নাহি হাঁটে,
শুধু আকন্দ ক্ষেতের আলিতে সান্ত্বনা দেয় হেসে।
মাঠের জীবন সূচনা করিছে মুথা আর গলঘেসে।
দো-ফসলী ক্ষেত গাঁয়ের অঙ্গ, গাঁ বলেই হয় ধরা,
তখনো গাঁয়ের চারিধারে ক্ষেত চৈতীফসলে ভরা।
তাও উঠে গেলে ফাগুন চৈতে সারা মাঠ করে ধূ ধূ,
নাড়াভরা ক্ষেতে আ-গাছারা রয় শুধু।
তৃণ নেই মোটে চরেনাক গোঠে ধেনু,
বাজে না সেখানে কোন রাখালের বেণু॥

এই মাঠপানে চাই—
আমার জীবনে মাঠের জীবনে প্রভেদ খুঁজে না পাই।
যৌবন গেছে, গেছে তার সাথে জীবনে শ্যামল ভাতি।
আশ্বাস আশা আনেনাক উষা, শান্তি আনে না রাতি॥
উঠে গেছে মোর ফসল ফলানো পাট,
বাকিটা জীবন মনে হয় মোর যেন বৈশাখী মাঠ।
ছায়াহারা বুক পুড়ায় প্রখর ধূপ।
আষাঢ় আসিলে ফিরিবে মাঠের রূপ,

পূর্ণাহুতি

পুন সে শ্যামল হবে, এ দশা তার না র'বে,
আমার জীবনমরুর আকাশে মেঘ জাগিবে না আর।
এই দেহ তাই ধরিছে উষ্ট্রাকার।
নাই এ জীবনে মরূদ্যানেরও দাবি,
মাঠপানে চেয়ে সেই কথা শুধু ভাবি॥

প্রাচীনা

যাদের কথা লিখে গেলাম নেইক আজি তারা,
তাদের ধারা হয়ে গেছে কালসাগরে হারা।
কান্না হাসি ভয় ভরসায় আশায় আকাঙ্ক্ষায়
শহরে নয়, তাদের জীবন কাটল পাড়াগাঁয়।
তাদের নাতিনাতনীরা সব অগ্রগতির পথে
বিহার করে এই শহরের বিশাল ইমারতে॥

নবযুগের মহিলাদের সাথে
তফাৎ তাদের ঘটল অনেক সংসারযাত্রাতে।
তবু তারা চিরন্তনী নারী—
পুরুষালির অধিকারে পায়নি দখলদারি॥

ভোজ্য, ভূষা, ভঙ্গী, ভাষা, আচার অনুষ্ঠান,
তাদের সাথে গড়ল এদের অগাধ ব্যবধান।
ভোজ্য ছিল গুড় মুড়ি, ভাত, পাত্র কলার পাতা,
শয্যা ছিল মলিন বালিস, মাতুর, ছেঁড়া কাঁথা,
পরিধেয় সাজীমাটি-কাচা দুখান শাটী—
রোগের ওষুধ মাদুলি আর তুলসীতলার মাটি।
বাক্স তোরঙ্ ছিল নাক, সামান্য যা পুঁজি
পাওয়া যেত কড়ির ঝাঁপি কিংবা হাঁড়ি খুঁজি॥

পূর্ণাহুতি

তবু আমি তাদের কথাই কই,
মাতামহীর দিদি তারা পিতামহীর সই!
তাদের কথা বলতে আমি শৈশবে যাই চলে,
মায়ের কোলে ঘুম না এলে আসত তাদের কোলে।
ছন্দে আমি বন্দী করি রাখি তাদের কথা,
তাদের আশা ভালবাসা ভয়ভরসা ব্যথা।
চাইল তারা জীবন দিয়ে অনাগতের হিত,
আজিকার এই ইমারতের মাটির তলার ভিত।
আজিকার এই মিহিন শাড়ির চরকা তাদের হাতে।
আজিকার এই সংস্কৃতির মক্‌সো তা তালপাতে॥
তাদের স্নেহের ঝরনাধারা ঝরত বারোমাস।
আজো এ গায় দাগ রেখেছে তাদের বাহুপাশ,
লজ্জা তাদের সজ্জা হয়ে কান্তি দিল দেহে,
সেবা তাদের ধর্ম ছিল, বিদ্যা ছিল স্নেহে।
হাতে তাদের তালের পাখা, ভরা কলস কাঁখে,
রান্নাঘরের ধোঁয়া তাদের রঙ দিল দুই আঁখে।
গৃহাশ্রমের তপস্বিনী, তাদের তপের ফলে
সভ্য বলে গণ্য মোরা হলাম ধরাতলে।
ক্ষ'য়ে-যাওয়া তাদের শাঁখা ঘর্মকণা-পাতে
আজকে হ'ল সোনার ঘড়ি মহিলাদের হাতে।
তাদের শোণিতধারাই আজো বইছে রূপান্তরে
ভুললে তা আজ চলবে কেন? ভুলে তা বর্বরে।
খ'ড়োঘরের লক্ষ্মী তারা ষষ্ঠীবটের ছায়
প্রণাম জানাই পাদুকাহীন তাদের ধূলিপায়॥

রূপান্তরিতা

উমার বিয়ে হয়ে গেছে থাকে স্বামীর কাছে,
সাগর না হোক তেরো নদী পারে এখন আছে।
প্রতি প্রাতে পথটি চেয়ে ব'সে থাকি ঠায়,
চিঠির প্রতীক্ষায়।
ছেঁড়া কাগজপত্র গাদা গাদা
ঘাঁটছে উমার দাদা।
বাড়ীর যত কাগুজে জঞ্জাল
আবর্জনা জম্‌ল এত কাল,
ফেরিওলায় বেচতে সবি চায়,
আজ সিনেমার খর্‌চাটা সব পেতেও পারে তায়।
চেয়ে দেখে, মন্টুরে বল্‌লাম,—
থাক না ও-সব, কতই পাবি দাম ?
বল্‌লে মন্টু,—এসব আবর্জনা
এ বাড়ীতে কিছুতে রাখব না।
বল্‌লাম, ওরে, ওগুলো কি দেখ্‌ত দড়ি খুলে,
আমার হাতে দে'ত ওটা তুলে॥

বল্‌লে মন্টু,—ওসব উমার ছেঁড়া বইয়ের মোট,
গানের খাতা, প্রশ্নপত্র, ইতিহাসের নোট,
স্বরলিপি, ডাইরি-ছেঁড়া, কলেজ ম্যাগাজিন,
সব অকেজো, সবই মূল্যহীন।

পূর্ণাহুতি

বল্‌লাম হা হা ক'রে, ওরে রাখ রে সবি রাখ,
যেমন আছে তেম্‌নি ওসব থাক।
বেচে ওসব কি হবে তোর লাভ?
ফিরে এসে চাইলে তারে কি দিবি জবাব?

ও-যে আমার পরম আবিষ্কার,
অনেক টাকার বস্তু যে ওর বিরহী পিতার।
ও-গুলোতে আছে উমার অনেকখানি মাখা।
পাতায় পাতায় তার আঙুলের ছাপ যে আছে আঁকা।
ওরা আমায় স্মরায় যে রে সেই মেয়েটির হাসি,
ঘরের লক্ষ্মী ছিল যে, আজ পরের ঘরে দাসী॥

বল্‌লে মনু—ও কি কথা বলছ তুমি, বাবা,
সে ত খুবই সুখেই আছে, মিথ্যে তোমার ভাবা।
ছ'মাস পরেই আসবে ফিরে দেখতে পাবে তাকে।
জবাব দিলাম,—দেখতে পাব কাকে?
সেই মেয়েটি কণ্ঠটি যার থাকত ভরা গানে,
চলায় নাচন, সজল লোচন অল্লে অভিমানে,
দোলনচাঁপা ফুলটি গাঁথা পিঠে দোলন বেণী,
পিছে পিছে ছুটত যার ঐ সোহাগ-পোষা মেনী,
শাসনহারা ভাষণ ছিল মুখে,
এটা ওটা চেয়ে খেত রান্নাঘরে ঢুকে,
কথায় কথায় আবদেরে সুর,—দেখতে পাব তায়?
বই খাতা তার সব রেখে দে আমার বিছানায়।

পূর্ণাহুতি

আর কিছু সে যায়নি হেথায় রেখে,
ঐগুলি থাক, সান্ত্বনা আর শান্তি পাব দেখে।
ওতে যে তার অনেকখানি আছে,
প্রবাসিনী উমারে মোর দেয় এনে মোর কাছে ॥

আসবে সে কি ফিরে
কলকুজন কণ্ঠে নিয়ে মোদের স্নেহনীড়ে ?
যখন-তখন কবিগুরুর গান কি গাবে আর ?
হয়ত হবে বর্ণনীয় নিজেরই সংসার।
শ্বশুরবাড়ীর হয়ত শাসন তায়
পরিণত করেছে এক ভদ্রমহিলায়।
বিদায় দিলাম যারে নয়ন-নীরে,
আসবে কি আর উপরে তার সে অধিকার ফিরে ?

ফুল

দেব্‌তারা কয় মোদের তরেই ফুটছে যত ফুল,

ফুল ছাড়া কে মোদের বল' পূজবে ?

মানুষরা কয়—এটা ওঁদের মস্ত বড় ভুল,

মানুষ ছাড়া আদর কে তার বুঝবে ?

কেবা তাদের করবে লালন উদ্যানে গৌরবে ?

কেবা হবে মোদের মতন মোহিত সৌরভে ?

পশুরা কয় মোদের তরেই সৃষ্টি হ'ল তার,

কারণ, ও-ফুল মোদের মধুর খাদ্য,

পতঙ্গ কয়—মোদের ওতে পূর্ণ অধিকার,

সৃষ্টিধারা রাখবে কাহার সাধ্য ?

ক'ন বিধি—মোর্ ফুলের সৃজন সৃষ্টিরই আনন্দে।

সবার ভোগেই লাগুক এ ফুল, কাজ কি এত দ্বন্দ্বে ?

আমার মা

সদ্য-প্রসূতা কন্যারে ল'য়ে আমার কন্যা রানু
ব'সে ব'সে জাগে ; কাঁদুনে মেয়ের বিছানা তাহারই জানু।
দিনের বেলাও নেই মোটে তার ছুটি,
কোনমতে আসে মুখে গুঁজি ভাত দুটি।
মেয়ে ঘুমাইলে ঘুমায় তাহারি পাশে
চমকিয়া জাগে যদি একবার কাসে,
শব্দ না করি ঘুরে ফিরে কাছে কাছে।
তার ক্ষীণবল শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়াছে ॥

এমনি করিয়া মোর জননীও পালন করিল মোরে
অশ্রুপাত তো করিনি কখনো সে কথা স্মরণ ক'রে।
আজ ঢল নামে চোখে,
অর্ধশতক বৎসর পরে আমার মায়ের শোকে।
স্নেহগদগদ কণ্ঠের সেই ঘুমপাড়ানিয়া বোলে
জীবন-শিখর হইতে গড়ায়ে পড়িনু মায়ের কোলে।
মনে পড়ে, শৈশবে
জ্বালাতন হায় করিয়াছি মায় কত না উপদ্রবে।
কত দুরন্ত ছিলাম, কত না আবদারে বায়নায়
যাতনা দিয়েছি সর্বংসহা মায় !
ভাবিনিক ভুলে, গরিবের সংসারে
কতটুকু সে মা দাবি মিটাইতে পারে ?

পূর্ণাহুতি

তার পরে এলো ছাত্রজীবন, যাইনি কিছুই ভুলে
সুধার অন্নে ক্ষুধা মিটাইয়া পাঠাতেন ইস্কুলে।
দু'তিন মাইল দূরে ইস্কুল, হেঁটে যেতে হ'ত নিতি।
সেই কথা ভেবে বিদায় দিতেন নয়নের জলে তিতি'।
দেখিতাম ফিরে, মা আমার জানালায়
গরাদে ধরিয়া দাঁড়ায়ে আছেন ঠায়।
কত রাত জেগে লিখেছি পড়েছি পরীক্ষা পাস তরে,
কত উদ্বেগে রইতেন জেগে মা মোর পাশের ঘরে।
অভিধানে মোর উপাধান করি শুয়েছি তন্দ্রাবেশে
মশারি খাটায়ে দিয়েছেন তিনি সন্তর্পণে এসে।
ছিনু ক্ষীণজীবী, নিত্যই ছিল রোগ—
আমার চাইতে মায়েরই তাইতে হ'ত দুর্ভোগ ভোগ।
সারাদিনরাত তালপাখা হাতে শিয়রে বসিয়া ঠায়
হাত বুলাতেন গায়।
ম্যালেরিয়া জ্বরে কত দিন আমি করিয়াছি উপবাস,
মায়ের মুখেও উঠিত না হায় অন্নমুঠির গ্রাস॥

ইস্কুল ছাড়ি কলেজে গেলাম সেথা কত শিখিলাম,
শিখিনি কাঙাল সংসারে মার জীবনের কত দাম!
যেই সংসারে মানুষ হয়েছি—মার দানে তা যে ভরা,
মায়ের অশ্রু শ্রমজলে আর হৃদয় শোণিতে গড়া।
হোস্টেল নয়, হোটেলও নয়'ত আমাদের সংসার,
মায়েরই দরদ ধরিত সেথায় পানীয়-অন্নাকার।

পূর্ণাহুতি

ভাবিতাম বুঝি স্বাভাবিক মার দাসী-পাচিকার কাজ,
ত্রুটি হলে তাই করিতাম রাগ স্মরি আজ পাই লাজ ॥

দীর্ঘজীবন করিয়াছি লাভ যাঁর সেবা-করুণায়
দিনে শতবার নমি নাই কেন তাঁর অনাবৃত পায় !
খাটিতে খাটিতে অভাবের সংসারে
ভাঙিয়া পড়িল মার দেহ একেবারে ।
আয়ু ক্রমে হ'ল ক্ষীণ
জীবনের প্রতি উদাসীনা দিন দিন,
বলিতেন তিনি—রাখিয়া যাইব যোগ্য পুত্র পতি,
আমার মতন ক'জন ভাগ্যবতী ?
ছাত্রজীবন শেষ না হতেই মা মোর গেলেন চলি,
নিয়ে শুধু মোর অশ্রুর অঞ্জলি ।
নববধূটিরে ডাকি বলিলেন মরণের শয্যাতে
'সংসার সঁপি গেলাম তোমার হাতে ।'
আজ কত কাল পরে
স্মরি' ছানিপড়া চোখে মোর পানি ঝরে !
জানি জানি কোনদিন
পরিশোধ করা যায় না মায়ের ঋণ ।
অবনত রয়ে পায়
কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে পূজা তাঁরে করা যায় ।
রোগে শোকে তাঁর সেবকতা করা চলে,
অর্জন করি অর্পণ করা চলে চরণের তলে,

পূর্ণাহুতি

পল্লী-জীবনে যে সাধ মিটেনি সেই সাধ মিটাবারে
সন্তান তাঁর তৎপর হতে পারে।
কোনটায় মাগো দিলেনাক অবসর,
মম অর্জিত একটি দানাও পরশেনি তব কর।
উদ্দেশে তব করিনু পিণ্ড দান,
আজ শুধু কাঁদি চির অপরাধী আমি যে কুসন্তান॥

বিস্ময় ও বেদনা

রোগে শোকে জরাজীর্ণ আসন্ন হয়েছে শেষ দিন
হস্তপদ কম্পমান দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেছে ক্ষীণ।
হয়তো আনিতে হবে কোনদিন শোয়ায়ে ষ্ট্রেচারে
কর্মস্থল হ'তে তার নিজের আগারে।
উচ্চপদে পুত্রগণ আছে অধিষ্ঠিত
কেহ কেহ বিলাতে শিক্ষিত,
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বরী কন্যাগণ তার
শাসন পোষণ করে ভোগের ভাণ্ডার,
রাশি রাশি জমা ধন ব্যাঙ্কে আর ঘরে
যদিও মোটরে তবু চলে নিত্য অর্জনের তরে।
না করুক শ্রীহরির নাম,
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সৌধে তার করে না বিশ্রাম
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন কালে, দেখি দৃশ্য এ রহস্যময়
মনে মোর জনমে বিস্ময়॥

আর এই বয়সেরই দেখি বৃদ্ধ আরো কত শত
চলে নিত্য ট্রামে বাসে হইয়া বিব্রত,
জীবন বিপন্ন করি উদরান্ন করিতে অর্জন,
আত্মীয়েরা উদাসীন, পায় না পেন্সন,
কেহবা অক্ষম মূর্খ সন্তানের পিতা,
কেহ অপুত্রক, ঘরে একাধিক অনূঢ়া দুহিতা,

পূর্ণাহুতি

যোগ্য পুত্র কারো মৃত রেখে পোষ্য বহু কচি কাঁচা,
তাহাদেরি জন্য শুধু দীর্ঘকাল বাঁচা।
কারো-বা বিধবা কন্যা নির্ভর করিছে তার'পরে
সন্তানসন্ততি লয়ে, ঠাঁই নাই দেবরের ঘরে ॥

দিন এনে দিন খেয়ে কেটে গেছে কারো বা জীবন
ব্যাঙ্ক বাক্স পেটরায় নাইক সঞ্চিত কোন ধন
কারো বহু প্রতিপাল্য এ দারুণ দুর্মূল্যের দিনে
সংসার অচল, কেহ মজ্জমান ঋণে।
ইহাদের দেখি আর মর্মে পাই ব্যথা—
জাগে মনে নানাবিধ আশঙ্কার কথা
ট্রামে বাসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে
কোনদিন যাবে এরা মরে।
সুদীর্ঘ জীবনে এরা কোনদিন পায়নি বিরাম,
ইহাদের মরণই বিশ্রাম।
কোষ্ঠীতে যথেষ্ট আয়ু, ইহাদের গোষ্ঠী অন্নহীন,
ব্যয় আছে আয় নাই, জমা নাই আছে শুধু ঋণ।
জগতে অনেক দুঃখী নাই সে সন্দেহ
এই বৃদ্ধদের মত দুঃখী নয় কেহ।
ইহারা স্মরিতে চায় ভগবানে, নাই অবকাশ
'হায় ভগবান' বলি মাঝে মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
স্বাধীন ভারতে আজ ইহাদের তত্ত্ব কেবা লয়?
করুণায় কে দেয় আশ্রয়!

মানিনীর মান

সই—মানিনীর মান রাখা দায়,
সব ঋতু রিপু হয়ে হলো অন্তরায়।
বসন্তে করিলে মান পাপিয়ার তান
তার সাথে যোগ দিয়ে বৈরী হয় কোকিলের গান।
উড়ায় মলয়ানিল যত রোষ জমা,
বলি এবারের মতো করিলাম ক্ষমা॥

সই—নিদাঘেও করিয়াছি মান,
বাদী হয় কিন্তু পাশে ফুলন্ত বাগান।
মল্লিকা রজনীগন্ধা বেলার সুবাস
শীতল সুরভি করে ষড়্‌যন্ত্রে মানের নিশ্বাস।
দমে যায় কমে যায় ক্ষোভ রোষ জমা
বলি এই দুইবার করিলাম ক্ষমা॥

সই—মানে বসি বৃথা বরষায়,
বাদলে মানের মান রাখা বড় দায়।
বিজলি চমকি উঠে সঘন আকাশে
অশনির গরজনে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
আঁকড়িয়া ধরি তার গলা
ভেসে যায় সব ছলাকলা।
মর্মের মুর্মুর বহি কতক্ষণ রহিব নির্মমা?
বলি এই তিনবার করিলাম ক্ষমা॥

সই—আড়ি করি প্রাতে তার সাথে
উপাধান-ব্যবধানে শুয়ে রই শরতের রাতে।
বাতায়ন-পথ দিয়ে জ্যোছনা বিছানা 'পরে পড়ি
ব্যবধানটুকু লয় হরি'।
ঘুচায় সে মুছায় সে মানভরা মানসের অমা।
বলি এই চারবার! এরপর করিব না ক্ষমা।

সই—হেমন্তে ভাবিনু করি মান
প্রকৃতি হবে না বৈরী করিবই দণ্ডের বিধান।
সারাদিন মানভরে থাকি শেষে সন্ধ্যার আঁধারে
গেলাম সই এর বাড়ী ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিবারে।
গোপীগীতা সুর করি গায়
শুনিয়া ভাসিল মান অশ্রুর বন্যায়।
ভেসে গেল রাগ রোষ জমা
বলি এই পাঁচবার করিলাম ক্ষমা॥

সই—মুখ ঢাকি করি অভিমান
গভীর শীতের রাতে রহিনু শয়ান!
সে দিন বাড়িল শীত বাড়ালো কাঁপন;
বুকের উষ্ণতা তার তপ্ত চুম্ব করে আকর্ষণ।
পতি ও পত্নীতে হয় নিত্য মান অভিমান হেন,
কবির ইহাতে এত মাথা ব্যথা কেন?
শেষবার করিলাম ক্ষমা
কি করিব? হায় আমি তার প্রিয়তমা॥

দ্বিজেন্দ্রলাল

হাস্যরস ধারা ছিল বঙ্গভূমে বর্ষায় আবিল
কুরুচি-পঙ্কিল,
তুমি হলে মূর্তিমান শরতের মতো সমুদিত,
শত শত রাজহংসে হয়ে পরিবৃত।
করিলে সে হাস্যধারা শুচি স্বচ্ছ উচ্ছল নির্মল,
তব প্রতিভার জ্যোৎস্না তাহারে করিল সমুজ্জ্বল।
ফেনিলতা তার
করিল দুইটি কূলে কাশবনে শুভ্রতা সঞ্চার।
হাস্য কলোচ্ছ্বাসে তুমি মাতাইলে সারা বঙ্গভূমি,
অবসন্ন চিত্ত তার শ্রেয়োবোধে তাতাইলে তুমি।

সহসা থমকি তুমি হইলে গম্ভীর
গভীর বেদনা তব কবি-চিত্ত করিল অধীর।
সে বেদনা বহি তব বুকে—
দাঁড়াইলে ত্রস্ত দুঃস্থ দেশের সম্মুখে।
চারিদিকে চাহি তুমি নিরখিলে দেশে
নরনারী বড় দুঃখে দীনহীন বেশে
দুর্গত ললাটে কর হানি'
নতশিরে বহে পরাধীনতার গ্লানি।

পূর্ণাহুতি

অন্ন নাই স্বাস্থ্য নাই মুখে নাই হাসি—
যায় বক্ষ অশ্রুজলে ভাসি'।
শুনিয়া দেশের হাহাকার
বার বার আপনারে হানিলে ধিক্কার
'হাস্য করি জীবনার্ধ করিয়াছি অপচয়'—বলি।
স্বকীয় দারুণ দুঃখ স্বদেশের দুঃখে গেল গলি'।
গর্জিয়া উঠিলে তুমি—'ভারত আমার'—
আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত ধ্বনিতে তাহার।
ভীত মূঢ় বীর্যহীন নীতিভ্রষ্ট জাতি,
তারে পথ দেখাইতে অন্ধকারে কে ধরিবে বাতি?
কে জাগাবে জাতীয়তাবোধ?
কে করিবে গড্ডলিকা প্রবাহের রোধ?
সঞ্চারিতে গাঢ়তম দেশপ্রেম প্রত্যক্ষের মতো
আদর্শ চরিত্রসৃষ্টি হ'ল তব ব্রত।
সহিয়াছে স্বদেশের তরে যারা চরম পীড়ন
তাহাদের কথা তুমি করালে স্মরণ।
বীরধর্মে রূপ দিলে অসামান্য, তুলা নাই যার,
গরজিলে বজ্রকণ্ঠে—'অই হের মেবার পাহাড়'।
লাঞ্ছিত জাতির তরে—মহত্ত্বের তরে অশ্রুপাত,
সূচনা করিল নবযুগের প্রভাত।
পূর্ণ আজ তব মনোরথ,
তব জয়গান করে তারস্বরে স্বাধীন ভারত॥

শকুন্তলার কবি

বিধির সৃষ্টি অপরূপ বটে, হয় তা-ও পুরাতন,
তোমার সৃষ্টি নবনবায়িত শাশ্বত সনাতন।
তোমার তুলির আলেখ্যগুলি ধূলি-মালিন্যহীন
অম্লান চিরদিন।
তাই রাজপথ-পুরোভাগে আজো শাসায় বৈখানস,
'আশ্রমমৃগ বধিও না নৃপ হইয়া হিংসাবশ।'
আজো দুহিতায় করুণ বিদায় দিতে হায় ঘরে ঘরে
চির-অশোচন মুনিরও লোচন-কমলে শিশির ঝরে।
আজো মালিনীর তীরে
বিরহিণী নীর বাড়ায় নদীর আকুল নয়ন-নীরে।
আজো তরুআলবালে
আশ্রমবালা শ্রমবারি সহ প্রেমবারিধারা ঢালে।
কৃতকপুত্রী মৃগী পালিকার অঞ্চল ধরি টানে,
চিরবিদায়ের ব্যাধশর আজো বিঁধে সে পশুর প্রাণে॥
কেশরীর দাঁত গণে
বালক ভরত আজো ভারতের অহিংস তপোবনে।
আজো তা সত্য—দেখালে যা কবি হয় রূপজাত প্রেম
বিরহের তপে শোধন লভিয়া শ্যামিকাশূন্য হেম॥
উজ্জয়িনীর কোথা উজ্জ্বল নবরত্নের সভা?
কণ্ঠে তোমার রত্নের হার হারায়নি তার প্রভা।
দিগ্‌বিজয়ী সে বিক্রমার্ক অস্তভূধরে লীন,
কবি-ভাস্কর, রাজিছ বিশ্বে ভাস্বর চিরদিন।

ভীষণদর্শনা যত চেড়ী—
নির্যাতন করে মোর সীতামায়ে ঘেরি'।
রোদন করেন মাতা—অশোক-কাননে
রামায়ণে পড়ি তাই অশ্রু মোর ঝরিল নয়নে।
বালক ছিলাম যবে রামায়ণ করিল রচনা
নূতন করিয়া তাই আমার কল্পনা।
শুধু দিতে সীতার উদ্দেশ
জটায়ুর বীরকৃত্য নয় নয় শেষ।
জটায়ুর আক্রমণে ভগ্নরথ পাপিষ্ঠ রাবণ
বাঁচাতে নিজের প্রাণ সীতামায়ে করিল বর্জন।
চঞ্চু নখরের ঘায় জর্জরাঙ্গ পলাল লঙ্কায়।
মুমূর্ষু সে জটায়ুর পক্ষপুটছায়
কম্পমানা সীতা থরোথরো।
বলিল জটায়ু—"মাগো, মুক্ত তুমি কেন ভয় করো,
মা আমার, পাণিপদ্ম এ শিরে বুলাও
মরণের যাতনা ভুলাও।"
তারপর আসিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সব বার্তা পক্ষিমুখে করিলেন সাগ্রহে শ্রবণ।
জটায়ুর শেষ কথা—ব্যোমপথ করেছিনু রোধ,
বাকি আছে শুধু প্রতিশোধ।
প্রতিশোধ নিয়ো যেন, চিতা মোর সাজাও লক্ষ্মণ,
সার্থক জীবন মোর সার্থক মরণ॥
তারপর কিষ্কিন্ধ্যার কথা
বালিবধ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা।

পূর্ণাহুতি

কপিসেনা-সন্নিবেশ, সেতুবন্ধ, লঙ্কা অভিযান
প্রতিশোধ নিতে শুধু, সীতার যে করে অপমান
সবংশে ধ্বংসিতে তারে আয়োজন তাই লঙ্কাজয়ে।
রহিয়া গেলেন সীতা তারার আশ্রয়ে।
চেড়ী নয়, কপিবধূগণ
করিতে লাগিল তাঁর চিত্ত বিনোদন।
মোর বাল-রামায়ণে জ্বলিল না চিতা
পরীক্ষার অপমানে অব্যাহতি পাইলেন সীতা।
শ্রীরামের মুখে কটু কথা
দারুণ শেলের মত সীতামায়ে দেয়নিক ব্যথা।
মৃত্যুকালে দশানন বলিলেন—"বিদায় শ্রীরাম,
সীতা জননীর পায়ে হে লক্ষ্মণ জানায়ো প্রণাম।
জন্ম যদি হয় পুনর্বার
হয় যেন শুভক্ষণে পুণ্যগর্ভে তাঁর ॥"
মোর রামায়ণে নাই জানকীর বনে বিসর্জন।
যজ্ঞভূমে মৃত্যুপথে পরীক্ষার শপথ গ্রহণ।
সীতা নির্বাসনে
রাম তবু বেঁচে রয় প্রত্যয় হয় না মোর মনে।
মোর রামায়ণে নাই স্বর্ণময়ী সীতা
প্রজার নিন্দিতা নয় মাতৃরূপে নিত্যাভিনন্দিতা।
লক্ষ্মী যদি নিজে বনে রয়
রামরাজ্য লক্ষ্মীশ্রীতে গড়া হবে তাও কভু হয়?
আনন্দেরই সৃষ্টি ছিল রামরাজ্য কিবা রূপ তার
তাহারি বর্ণনা দিয়া রামায়ণ সমাপ্ত আমার ॥

মহারথ নেহেরু

মহাকাব্যের চরিত্র তুমি মহাকবি ছাড়া তবে
বর্ণিতে তব বিরাট চরিত কাহার স্পর্ধা হবে ?
মোর অক্ষম অপটু অধম লেখনীটি নাহি সরে,
মসীর অশ্রু ঝরে ।
যা বলিব ভাবি বলিতে তা ভুলে যাই,
ভারতের শোকপাথারে না পাই থাই ।
ভারতবর্ষে অর্ধশতক বর্ষের ইতিহাসে
আর কাহারেও দেখি না তোমার পাশে ।
যাঁর পানে চেয়ে চেয়ে
অস্থির মতি স্বস্তি লভিবে সান্ত্বনা বাণী পেয়ে ।
জানি জানি বীর তুমি তো অমর নহ,
তাই ভাবি এই বেদনা দুর্বিষহ,
কেমনে ভুলিব বলিলে না মহারথ
তাইত কাঁদায় নয়ন ধাঁধায় ভারত-ভবিষ্যৎ ।
এখনো তাহার ঘুচেনিক দুর্দিন
এখনো ভারত নিয়তির পরাধীন,
তপে অর্জিত দুর্জয় গুরুভার
গুরুদেব তব দিলেন তোমায়, তাঁহারে নমস্কার ।
হায়, সেই স্বাধীনতা
অর্জনে তার সহিলে যতেক ব্যথা,

পূর্ণাহুতি

রক্ষণে তার ঢের বেশি ব্যথা বরণ করিলে তুমি,
সারা এ বিশ্বে মহামহীয়সী হইল ভারতভূমি ॥
কত সমস্যা কত সংকট করিয়াছে অভিযান,
কত না বৈরী দল বেঁধে এল, কে দিল পরিত্রাণ ?
কাহার প্রখর মনীষা, শৌর্য, সর্বংসহা নীতি
দূরিল সকল চক্রান্তের ভীতি ?

বিশ্বজিতের দাতা,
নিষ্পেষিতের নিঃসম্বল নিঃস্বজনের ত্রাতা,
আপনারে তুমি নিঃশেষে দেশে করিয়া গিয়াছ দান,
যুগযুগান্তবাহী সে দানের কেবা জানে পরিমাণ ?
প্রয়াগতীর্থে শীলাদিত্যের মতো
সব বিতরিয়া দীনবেশে তুমি বুদ্ধচরণে নত।
তাঁরি মতো রাজধর্ম পালন করিয়াছ অবিরাম,
ক্লান্ত আত্মা চাহিল তোমার সুপ্তির বিশ্রাম ॥

ঘুমাও ঘুমাও তুমি !
ললাটে তোমার বুলাইছে পাণি জননী ভারতভূমি।
জীবনের ব্রত সমাপ্ত করি' তুমি গেলে আজ চলি ;
সারা দেশে শোকে উৎকণ্ঠার অনল উঠিল জ্বলি'।
ধূমকুণ্ডলী ব্যাপ্ত তাহার সারা এ এসিয়া জুড়ে
সে অনলে তব নশ্বর তনু পুড়ে,
সহসা গিরীশশৃঙ্গে তোমার ভাস্বর তনু হেরি,
মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি ঘোষিতেছে তব বরাভয়-ভেরী ॥

অতীত ও বর্ত্তমান

ট্রেন-বাস্ ছিলনাক, ছিলনাক মোটর, বিমান,
ছিল না আরামদায়ী এত শত বিজ্ঞানের দান।
বিদ্যুতের আলো পাখা ছিল নাত, এত কোঠাবাড়ি,
ছিল নাত ব্যাঙ্ক, বীমা, ব্যবসায়ে টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি।
তবু কি সেকালে ছিল নরনারী এতই অসুখী?
নিয়ন্তারে নিয়তিরে ধিক্কারিত এমনি তবু কি?

ফসল ফলিত ভুঁয়ে, গাছেও ধরিত নানা ফল।
গাভী দিত দধি দুগ্ধ, নদী দিত পিপাসার জল।
এমনি বটের ছায়া শীতলিত বৈশাখী দুপুর।
ছিল দখিনের বায়ু, চন্দ্রালোক এমনি মধুর,
সবচেয়ে বড় কথা প্রিয়া ছিল এমনি সুন্দরী,
প্রেমময়ী স্নেহময়ী জীবনের পথে সহচরী॥

এর বেশী কী-বা চাই দুদিনের এই ধরাতলে,
আর আর যাহা চাই লবণাক্ত তা-ত ঘর্মজলে।
এই বাহ্যজগতের বস্তুপুঞ্জে সুখ নাহি রয়।
মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে সুখের নিলয়।
অবিমিশ্র সুখ নাই আড়ম্বরে ঘটা-সমারোহে
ভূমায় সুখের স্ফূর্তি সে ভূমারে ঢাকে মায়া মোহে?
সুখ-পক্ষী গায় গীত মর্মকোষে তাহার কুলায়ে
করে তা আনন্দময় চরাচরে বসন্তের বায়ে॥

গাঁয়ের কবি

তোমাদের কথা লিখিতে পারিনি, তোমাদের ঠাঁই উপন্যাসে।
তোমাদের কথা ছন্দে লিখিলে লেখা যায় শুধু সপরিহাসে।
যাদের কথাটি লিখে যাই আমি তারা-তো আমার স্বপনে আছে।
অথবা অমর হয়ে তারা সব দেশের দশের স্মৃতিতে বাঁচে॥

যাদের বার্তা লিখেছি তারা যে বাংলামায়ের আসল ছেলে,
মুচি ডোম হাড়ী চাষী মাঝি দাঁড়ী তাঁতী বাঁকী ঝাঁকী রাখাল জেলে।
গান গেয়ে গেয়ে ধান কাটে যারা, দাঁড় বেয়ে বেয়ে দরিয়া তরে,
নেচে নেচে যারা কাঠ চেরে আর, রাঙা লোহা থেকে কাস্তে গড়ে॥

যাদের অধরে শাঁখ বাজে যারা সাঁঝদীপ জ্বালে তুলসীতলে,
পশ্চিমে ভানু ঢলিয়া পড়িলে দীঘি-নদী-ঘাটে জলকে চলে।
আল্‌পনা দেয় বাড়ীর উঠানে, পোষ মাস এলে বাঁউড়ি বাঁধে,
দশের জন্যে ভোগ রাঁধে আর ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদে॥

ষষ্ঠীতলায় পাড়ার সকল ছেলেমেয়েদের কুশল মাগে,
সকলের শেষে শুতে যায় যারা, প্রভাতে সবার আগেই জাগে।
যাহারা আমারে যোগাইল ফুল, মালা গাঁথি আমি তাদেরই তরে,
দাওনি কিছুই তোমাদের দাবি নেই এই গেঁয়ো কবির 'পরে॥

তাদের কথাই লিখি যারা হেথা রচেনি ঘাঁটি বা উপনিবেশ,
এই বাঙলার আসল মালিক, এ মাটি যাদের খাঁটি স্বদেশ॥

ভগবানের স্বরূপ

পথহারানো পথিক যারে দিন ফুরালে খুঁজে,
অনেক দেখে অনেক ঠেকে মানুষ যারে বুঝে,
জানতে যারে জ্ঞানের সাথে প্রেম নিয়ত যুঝে,
সেইত ভগবান॥

ভাবলে যারে অকারণে বুক ভেসে যায় জলে,
যার সাথে সব কবি তাদের প্রাণের কথা বলে,
সকল লেখার অর্থ গূঢ় যার পানে যায় চলে,
সেইত ভগবান॥

খুঁজতে যারে দৃষ্টি আকাশ-পাতাল ভেদি যায়,
কল্পনারা খুঁজতে যারে দিগ্‌বিদিকে ধায়,
যারে কোথাও না পেয়ে হায় প্রাণ করে হায় হায়,
সেইত ভগবান॥

বিনা প্রয়োজনেও যারে অনেক মানুষ চায়,
অর্থ আদৌ না বুঝিয়াও যার স্তুতিগীত গায়।
উদ্দেশে যার অকূল পানে জীবনতরী ধায়,
সেইত ভগবান॥

চরম সত্যে ভক্ত ভাবে যার শ্রী মুখের বাণী
আশারে সে মনে ভাবে যার বরাভয়-পাণি,
ভরসা রাখে জীবন সাঁঝে যে জন নেবে টানি,
সেইত ভগবান

অতীত

হে অতীত, কোথা চলে গেলে
আমারে একাকী হেথা ফেলে,
যে কথা বলিতে ছিলে ছেদ দিয়ে তার মাঝখানে ?
তোমার সে বিদায়ের শূন্য পথ পানে
অনিমেষে চেয়ে রয় আঁখি।
যে কথা তোমার ছিল বলিবার বাকি
তাই বলি একালের ছাঁদে,
প্রকাশের তরে তা যে আমার মাঝারে যেন কাঁদে।
তব ভাষণের রচি টীকা ভাষ্য পরিশিষ্ট আমি,
যা বলিতে গিয়া বন্ধু তুমি গেলে থামি'
তাই শুধু বারবার বলি,
মোর অঞ্জলিতে দিয়ে অকথিতে, তুমি গেলে চলি'॥
অবসিত না হইতে পুরাতন কথা
নূতনের তরে মোর নেই মাথাব্যথা,
তার বাণী করিতে ঘোষণা
রহিঁয়াছে কলকণ্ঠ বাগ্মী কত জনা।
তোমার অব্যক্ত কথা, সভাজনে কে বলিবে, হায় ?
অভাজনে গুরুভার দিয়ে তুমি লইলে বিদায়।
রেখে গেলে শত শত অনুরক্ত শ্রোতা
তারা যাবে কোথা ?
কণ্ঠ মোর হয়ে আসে ক্ষীণ
আমার ফুরায়ে এলো দিন,
কারে ভার দিয়ে যাব খুঁজিব কোথায় ?
অব্যক্ত তোমার বার্তা অকথিত থেকে যাবে হায়॥

এ মহানগর
সারাদিন রেডিও-র সঙ্গীতে মুখর।
দু-ধারে প্রাচীরগাত্রে রূপসীর চিত্র অগণন,
পথে পথে সিনেমার আকর্ষণ নয়ন-লোভন ॥

আমোদ-উৎসবময়ী এ মহানগরী,
ট্রামে-বাসে ঘুরিতেছে কতশত নাগরনাগরী।
মাঠে-মাঠে ক্রীড়া সমারোহ,
লক্ষ লক্ষ দর্শকের চিত্ত ভরি সঞ্চারিছে মোহ ॥

এ সবের মধ্যে রহি কে তুমি তাপস,
কে তুমি তদ্‌গত চিত্ত দান্ত নিরালস ?
বিকার-হেতুর মাঝে রহি তুমি তবু নির্বিকার,
তুমি ধীর তপোবীর নমস্য সবার ॥

কোন তপস্যায় তুমি রয়েছ মগন
বুঝি তব লক্ষ্য মোক্ষধন!
তাপস কহিল মোরে মৃদু হাসি জুড়ি দুটি হাত,
'ম'-এর পরে যে-বর্ণ—একটু তফাৎ!
লক্ষ্য মোর যক্ষধন, মোক্ষধন নয়,
ব্যাঙ্কের খাতায় মোর সাধনার হতেছে সঞ্চয়।
কোন' দিকে তাকাবার নেইক সময়,
কোন' ভোগ্যে করিনাক ধন অপচয় ॥

সন্ধ্যামণি

সন্ধ্যা না হতে সন্ধ্যা নেমেছে মোর আঙনে,
তারা-ফুলে ভরা শ্যামল সন্ধ্যামণির বনে।
বুঝি কিছু বুঝি ফুলেরা সকলে কি কথা কয়,
কবি আমি, নেই সে ভাষার সাথে অপরিচয়।
গান ধরে তারা সমস্বরে
সে গান আমারে উদাস করে।
কয় তারা—কবি বিদায় নেওয়ার লগ্ন এলো,
যা করার আছে কর সত্বর, যা বলার আছে বলিয়া ফেলো।
আমরা আসিনি আলাপ জমাতে তোমার সাথে,
আমরা এসেছি দিন ফুরানোর গান শোনাতে।
কোন্ সুরে গাই বোঝ তো কবি!
ভৈরবী নয়, দিবাবসানের এ যে পূরবী।
অস্তাচলের কোলেও ফুটেছে সন্ধ্যামণি,
গায় তারা শোনো অসীমে বরণ আমন্ত্রণী॥

বেলফুলের চারা

উঠানে একটা বেলফুল চারা গত বছরের পোঁতা।
শীর্ণ তাহার দেহ।
দারুণ গ্রীষ্মে মাটি হ'ল কাঠ রস পাবে হায় কোথা ?
জলও দেয় নাক কেহ ॥

সে যে বেঁচে আছে সবাই ভুলেছে হঠাৎ পড়িল চোখে
ধরেছে একটা কুঁড়ি।
জল ঢেলে ঢেলে, ভাবলাম আমি বাঁচাতেই হবে ওকে,
গোড়াটাও দিনু খুঁড়ি ॥

যতই রুগ্ন শীর্ণ সে হোক—যতই সর্বহারা
ওরও যৌবন আসে,
বয়স ধর্ম জানায়ে দিল সে একটি কুঁড়ির দ্বারা
খরা বৈশাখ মাসে ॥

ভুলে গিয়েছিনু তারো যে এসেছে ফুল ফোটাবার দিন,
কেন সে পড়িবে বাদ ?
দুর্বল দীন তবু সে নয়ক কামনাবাসনা হীন
তারো তো রয়েছে সাধ ॥

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

দেশে দেশে কয় লোকসাহিত্য যুগে যুগে তব কথা।
কত না চারণ বন্দিল তোমা গাহিয়া নান্দী গান,
কত না কবির সৃষ্টিতে তুমি করিলে প্রেরণা দান।
কত জন মহাশঙ্খমালায় করিল ও নাম জপ।
কত না সাধক শবাসনে বসি করেছে কঠোর তপ।
কত বীর দিল জীবনাঞ্জলি সমররঙ্গে মাতি।
কত লাঞ্ছনা কত নিগ্রহ সহিল কত না জাতি।
মৃত্যুর পরে আছে কিনা আছে মুক্তি কেবা তা জানে,
জীবন্মুক্তি তুমি স্বাধীনতা একথা কেবা না মানে?
মানে না যে জন পশু সে তাহার প্রয়োজন শুধু বাঁচা,
বন্য পশুও তার চেয়ে ভালো সেও চায়নাক খাঁচা॥
স্বাধীনতা তোমা আমরা পেয়েছি লাঞ্ছনা-বেদনায়
করি নিজস্ব লইব তোমায় দুশ্চর সাধনায়।
তোমারে আমরা চেয়েছিনু বটে, পূরেছে মনস্কাম
দিয়েছি কি মোরা তোমারে পাওয়ার পূরা সেই চড়া দাম?
অনেক তপের অনেক ত্যাগের বহু সাধনার ধন
তুমি স্বাধীনতা, যেন এই কথা হয় না বিস্মরণ।
পূরা দাম আজো দিইনি আমরা রহিয়া গিয়াছে ঋণ,
ভুলিনাক যেন আসিয়াছে আজ ঋণ শোধিবার দিন।

পূর্ণাহুতি

ভাবিনাক যেন প্রসাদে তোমার যক্ষতা পাবে জাতি,
খাণ্ডববন ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে যাবে রাতারাতি।
অনশনকৃশা বৎসতরীটি হয়ে যাবে কামধেনু,
গঙ্গার যত বালুকণাগুলি হইবে স্বর্ণরেণু।
বহু শতাব্দী বঞ্চিত মোরা। মায়ামন্ত্রের বলে
ভাবিনাক যেন কল্পতরুটি পেয়ে যাব ধরাতলে।
ভুলিনাক যেন আসিয়াছ তুমি শোণিতসিন্ধু পারে
কুরুক্ষেত্র শ্মশানে ভগ্ন রণশিবিরের দ্বারে॥

আমার দেবতা

আরতি বাদ্যের ধ্বনি দূর হতে সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভেসে আসে কভু ভোর রাতে,
বড়ই মধুর লাগে করি করজোড়
নিঃশব্দে প্রণাম করি দেবতারে মোর।
নগরমন্দিরে যবে ঘড়ি ঘন্টা কাঁসর ঝাঁঝর,
এক সাথে বেজে উঠে প্রাণ মোর করে ধড়ফড়॥

বড়ই মধুর কান্ত দেবতা আমার
মাধুর্যের সে যে অবতার,
বাঁশরীর দেবতা সে, কাঁসরীর দেবতা সে নয়।
কুঞ্জের নাগর সে যে, গঞ্জের নাগরে করি ভয়।
যা-কিছু মধুর বিশ্বে তারই মাঝে তাঁরে আমি পাই।
রাজসিক কোলাহলে হট্টগোলে তাহারে হারাই॥

জ্ঞান ও ধ্যান

দশকুমারের শেষ অধ্যায় এত দিনে শেষ ক'রে
দণ্ডাচার্য কবি-নৃপতিরে শুনিয়ে দিলেন পড়ে।
ক'ন মহারাজ,—ধন্য হে যোগী সবার বন্দনীয় ;
ধন্য প্রতিভা, এই কাব্য যে ভুবনে অদ্বিতীয়।
শুধু সংশয়, গ্রন্থে বিলাস, এত মোহ-মাদকতা,
মিলনবিরহ প্রেমের বার্তা কামতন্ত্রের কথা,—
যেবা আজীবন বিরাগী তাপস, চিত্তটি তপোবন,
পরিচিত তাঁর কেমনে হইল গ্রন্থের বিবরণ ?
কহিলেন যোগী, আজি আর নয়, উত্তর দিব পাছে,
দৈন্য বিষয়ে একটি কবিতা চাহি আপনার কাছে।
কবি মহারাজ পাঠাগারে বসি আটটি মধুর শ্লোকে
লিখিলেন গাথা কারুণ্যে যার জল আসে সব চোখে ॥

"যারা ছিল মোর ভবনে চেতন মৃতের মতন তারা,
ফুকারি কেবল কাঁদিয়া উঠিছে অচেতন ছিল যারা।
মূষী সে হয়েছে মুষলীর প্রায় অনশনে অবিরত,
মার্জারী মূষী, শুনী মার্জারী, গৃহিণী শুনীর মত।
জীবের এ দশা লূতাতন্তুর বসনে ঢাকিয়া মুখ
ঝিল্লীর রবে চুল্লী কাঁদিয়া ফাটায় তাহার বুক।"
নৃপের দৈন্য-বর্ণনা হ'ল আটশ্লোকে পরপর।
শুনিয়া দণ্ডী কহিলেন—নৃপ, এই মোর উত্তর।

পূর্ণাহুতি

র'য়ে আবাল্য হেমপালঙ্কে প্রাসাদ-অঙ্কে, তবু
চরম দৈন্য-জীবনবার্তা কেমনে জানেন প্রভু ?
প্রাকৃতজনেরা পায় যাহা শুধু ইন্দ্রিয়-পথে জ্ঞানে,
কবিকল্পনা ঢের বেশি পায় ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানে ॥

মূষী—ইন্দুরী, মূষলী—টিকটিকি, শুনী—কুকুরী।

ইতিহাস

রক্তপাত, হাহাকার, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস—
এ সবের সমাহার-দ্বন্দ্ব ইতিহাস।
জল্লাদের খড়্গতলে পাতা সিংহাসন,
কারার শৃঙ্খলে বন্দী গর্জে বীরগণ।
ক্রুসেডে জেহাদে আর স্বধর্মের নামে
লক্ষ লক্ষ হত, দগ্ধ ডাহিনে ও বামে।
জয়স্তম্ভ দিগ্‌বিজয়-পথে শবস্তূপে
অভিযানে লক্ষ লক্ষ বন্দী যূপে যূপে।
নওরোজ, অভিষেক ভুলি জয়োৎসব,
দারা সিরাজের হত্যা ভোলা কি সম্ভব?
ভুলিনাক নাদীরের রুধিরে মাতন,
সাগরের দুই পারে রাণীর ঘাতন।
শুনি সেণ্ট হেলেনার সিংহের নিশ্বাস,
ভুলিনা সে সিজারের 'তুমিও ব্রুটাস'।
দেখি হেরদের কণ্ঠে শিশু মুণ্ডমালা,
লণ্ডনের টাওয়ারের রাজ বন্দীশালা।
মনে হয় আস্ফালনে বাতুল প্রলাপ,
বিজলী চমক যেন বিজয়ী প্রতাপ।
মিলায় স্বপ্নের মতো সন্ধি সমারোহ
সত্য শুধু হত্যা রণে বিপ্লব বিদ্রোহ।
তুচ্ছ ভায় নিজ দুঃখ অনিত্য জগৎ,
উত্থান-পতন-ধারা জলবিম্ববৎ।
শত শত দৃষ্টান্তের দ্বারা ইতিহাস
এ সৃষ্টির মূল তত্ত্ব করিছে প্রকাশ॥

মালতী লতা

হে মালতী লতা,
দেখে গেলাম অঙ্গে তোমার কুঁড়ির অজস্রতা।
কাটল অনেক কাল,
ভুলিয়ে দিল কাজ অ-কাজের কত না জঞ্জাল।
এলাম যবে ফিরে
দেখি ফুলের জীর্ণ দলে শীর্ণ তনুটিরে।
চক্ষে এলো জল,
তাপিত নিশ্বাসে হ'ল বক্ষটি চঞ্চল ॥
ফুটল কবে ফুল
কবে তোমার জীবন হ'ল সৌরভে মশগুল।
পতঙ্গেরা সব
কবে তোমায় শুনিয়ে গেল যৌবনেরই স্তব।
হ'লই না তা দেখা,
সে উৎসবের নিমন্ত্রণে বাদ পড়িলাম একা।
চেয়ে তোমার পানে
বাতায়নে রইত বসে যে উদাসী প্রাণে,
পুষ্পিত প্রাঙ্গণে
একবারো কি তার কথাটি পড়ল তোমার মনে?
হে মালতী লতা,
তোমার প্রাণে সুখের স্মৃতি, আমার প্রাণে ব্যথা ॥

ব্যাধের শরে*

জ্ঞানে গুণে তেজে শৌর্যে বীর্যে বুদ্ধিতে অতুলন,
অধিগত যাঁর শত কুবেরের ধন,
সকল রাষ্ট্র শ্রদ্ধায় যাঁর উদ্দেশে অবনত,
বহুরাজ্যের পরমপূজ্য অভিভাবকের মতো,
চরিত্র যাঁর মহান উদার আদর্শ দেবোপম,
পতিত অধম বর্বরও যাঁর পরমাত্মীয়সম,
ইঙ্গিতে যাঁর লক্ষ যোদ্ধা তুলে ধরে প্রহরণ,
উঠে বসে যাঁর একটি কথায় কোটি কোটি জনগণ,
অধজগৎ প্রার্থনা করে যাঁহার অনুগ্রহ,
সভ্যজগৎ যাঁহার আজ্ঞাবহ,
এহেন বিরাট উদার পুরুষ লোকপাল দিক্‌পালে
নরদেহধারী নগণ্য জীব রহিয়া অন্তরালে
করিল নিমেষে শূন্যেতে পরিণত,
ভাবি এই কথা যত,
মনে হয় সবি বৃথা সমারোহ মায়াময় অভিনয়,
বিশ্বজয়িনী শক্তিরও হেন ভঙ্গুর আশ্রয় !
আজি স্মরি তাই মহাভারতের পরিণাম শোকময়—
নিম্বের মূলে একটি ব্যাধের শায়কের শেষে জয় ।
ফলের মধ্যে বিষকীটরূপে বাস করে যদি যম
জন্মেজয়ের বিরাট যজ্ঞ তবে ভ্রম, বৃথা শ্রম ॥

---

* মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর জীবনাবসান স্মরণে

বলেন্দ্রনাথ

ক'দিনই বা উজলিলে দেবেন্দ্রের জ্যোতিষ্কসংসার
উদয়-অস্তের মাঝে ব্যবধান স্বল্পই তোমার।
চোখে তোমা দেখি নাই, ছিলাম বালক
রচনা-পত্রের ফাঁকে পাইয়াছি তোমার আলোক।
দেখিয়াছি ছবি
দেখিয়াই চিনিয়াছি সর্বাঙ্গসুন্দর তুমি কবি:
ক্ষীণায়ুর দেশ এটা কতজনই বিলুপ্ত যৌবনে
শুনি দুঃখে 'আহা' বলি, কোন দাগ থাকে না এ মনে।
অকালপ্রয়াণ তব করিয়া স্মরণ
দীর্ঘশ্বাসে চমকিয়া উঠিলাম, সেকি অকারণ?
সগোত্র সব্রত তুমি মম
কি জানি কি যোগসূত্র মৃণালের সূক্ষ্ম সূত্র সম।
আজো অনুভব করি সেই ক্ষীণ ডোর
মনে হয় তব স্নেহ লভ্য ছিল মোর॥
আশিস পাথেয় তব প্রাপ্য ছিল দূর যাত্রাপথে
কাম্য ছিল তব বাণী জীবনের ব্রতে।
গুরুর প্রথম শিষ্য তুমি যে অগ্রজ,
ছিল শিরোধার্য মোর তব পদরজ।
সমাপ্ত হইল শুধু ভারতীর শুভাধিবাসন
পাতা ছিল হে পূজারী তোমার আসন,

পূর্ণাহুতি

সহসা মন্দির ত্যজি অনন্তের পথে গেলে চলি
শুকাল বেদিকামূলে উন্নত অঞ্জলি ॥
কি যে হ'ত অবদান তব তুঙ্গতম
হিমাদ্রির পাশে সে কি হিন্দুকুশ-সম ?
আরো উচ্চ ? কে জানে, তা অলস জল্পনা
হয়ত-বা, ক্ষান্ত তবু হয় না কল্পনা।
ছিলনাক কোন বিঘ্ন বাধা
নিশ্চয়ই রাখিতে তুমি পিতৃকল্প গুরুর মর্যাদা।
জন্ম তব দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত মহাকুলে
চারিদিকে সারস্বত পরিবেশ, চিরদ্বন্দ্ব ভুলে
যেথায় ইন্দিরা বাণী করিতেন আনন্দে বিরাজ
ভৃঙ্গ হয়ে গুঞ্জরিত যেথা গুণী রসিকসমাজ।
সেই পরিবেশে তব বিকশিত বাসন্ত যৌবন
নিকষিত সুবর্ণের পদ্মের মতন
ধূপধূমে পুষ্পগন্ধে ছিল যেথা মোদিত পবন।
উদাত্ত আদর্শ ছিল, শুভ্র ছিল রুচি,
আচার বিচার বাক্য রীতি নীতি সদাচারে শুচি ॥

রসাবেশ-অনুকূল চৌদিকে প্রেরণা—
স্বজনগণের প্রীতি সমাদর শুভশ্রী-কামনা,
আশায় উজ্জ্বল ছিল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ,
সুরভি কুসুমাকীর্ণ দূর যাত্রাপথ,
কী তোমার ছিলনাক ভাবি ?
ছিল না নীরস শুষ্ক সংসারের দাবি।

পূর্ণাহুতি

রবির কিরণে সমুজ্জ্বল
উচ্ছল অচ্ছোদহ্রদে ছিলে তুমি প্রফুল্ল কমল।
সুন্দর! সুন্দর!
রম্য পরিবেশে চিরসুন্দরের পূজা নিরন্তর।
রসগদ্‌গদ সেই সদানন্দ-সৃষ্টির জগৎ
মনে হয় সুখস্বপ্নবৎ,
সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল নিষ্ঠুর সে কালের আঘাতে,
বসন্ত দহিল যেন কন্দর্পের সাথে।
যা কিছু সুন্দর সত্য মঙ্গলের সম্ভাবনাময়
তার লয় ক্ষয় অপচয়
জাগায় তা চিত্তে কাতরতা,
হে কবি, তোমারে স্মরি পাই তাই ব্যথা॥

দ্বিভুজ মুরলীধর

স্মরিয়া তোমার লীলা কত কবি লিখে গেছে কবিতা।
হে চিরকিশোর নট কৈশোরে পড়িয়াছি সবি তা'।।
ধরি তাঁহাদের ধারা নানা ছাঁদে কত গীতি লিখেছি,
তাতে শুধু তোমারেই আরো ভালবাসিতেই শিখেছি।
তাঁদেরে প্রণমি, তব শ্যামরূপ দেখালেন তাঁহারা,
যেই শ্যামলিমা ছাড়া এ জীবন হতো মরু-সাহারা।
তুমি মোর প্রিয়তম এই শুধু পারিয়াছি বুঝিতে,
একদিনও হয়নিক সাধ তব ঐ রূপ পূজিতে ॥
তোমারে পূজার ছলে পর যদি করে তুলি আহা রে!
পরম আপন জানি জীবনে বাসিব ভালো কাহারে?
শিরে তব শিখিচূড়া মুখে তব মুখরিত বাঁশরী,
কবিকল্পিত তব সে রূপ কেমনে আমি পাশরি'।
এরূপ কি পূজিবার বেদীপরে বসাবার প্রতিমা?
জোড়হাতে স্তব গেয়ে প্রচারিতে হবে তব মহিমা?
এই রূপে আবেদন প্রার্থনা নিবেদন চলে কি?
নয়ন জুড়ায় যাতে ভক্তিতে আঁখি তাতে গলে কি?
মঙ্গলকাব্যের দেবতা কি তুমি, এই ধরাতে
ভক্তে স্বর্গ হতে নামাবে কি তব পূজা ছড়াতে?
পূজা পাইবার লোভ তোমারো যে আছে তাতো জানি না।
স্তব শুনে করুণায় গদ্‌গদ হবে তাও মানি না।
এ রূপকে বলা যায় বাঁশরী বাজাও শ্রুতি জুড়াতে।
বলা যায় গাঁথিয়াছি বনমালা ধর শিখিচূড়াতে।
এ রূপের সাথে শুধু মাতা চলে গোঠে দোলখেলাতে,
ভাসা যায় আঁখিজলে জীবনের বৈকালবেলাতে ॥

কবির ভারত

ধর্মক্ষেত্র এ ভারত কবিরই ভারত।
সমগ্র জগৎ
সেই নামে চিনে তারে।   কবির ধেয়ান
অগণ্য বিগ্রহ চিত্র স্তূপস্তম্ভে হ'ল মূর্তিমান।
স্তবসূক্ত কবির রচিত,
বন্দনায় মন্ত্র হয়ে সন্ধ্যা-প্রাতে হয় উদীরিত,
সারাদেশ করি মুখরিত।
গিরীন্দ্রে হেরিল কবি গৌরীগুরু রূপে
ত্র্যম্বকের অট্টহাসি হেরিল সে তুষারের স্তূপে।
নদীর নদীত্ব করি লোপ,
তরঙ্গলীলায় তার করিল সে দেবীত্ব আরোপ।
শত শত পুণ্যতীর্থ সারা দেশে করিল রচনা,
অশ্বত্থে দেবত্ব দিল তাহারি কল্পনা।
কবি রচি বেদোপনিষৎ,
বিরচিয়া গীতা ভাগবত,
ধর্মের ভারত আজো করিছে শাসন,
ভক্তের সম্বল শুধু কবির ভাষণ।
কবিকণ্ঠে পর্বে পর্বে উপাস্যের শুভাধিবাসন।
কে দেখালো পরমেশরাজে
চরাচরে বায়ু ব্যোমে রবি সোমে মেঘবহ্নি মাঝে ?

পূর্ণাহুতি

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরামে বুদ্ধে শ্রীশচীনন্দনে
ভগবান ছিলেন গোপনে।

এই মর্ত্তলোকে
আবিষ্কৃত হলো তাহা. কবি ছাড়া আর কার চোখে?
যদিও চিন্ময় ব্রহ্ম তবু তিনি পেয়েছেন রূপ,
অপূর্ব লাবণ্যঘন। যদিও এ ভুবনের ভূপ
কবিনেত্রে হয়েছেন বংশীধারী ব্রজের রাখাল,
যশোদার মাতৃঅঙ্কে শ্রীনন্দদুলাল।
রসে তাই তাঁর প্রীতি, গীতে তাই তাঁহার বোধন,
গন্ধে তাঁর অধিবাস, ছন্দে তাই তাঁহার মোদন।
কাব্যের রসের প্রয়োজনে
নামেন শ্রীভগবান আজো ভক্ত কবিদের মনে,
সহস্র সহস্র কবিচিত্তসিন্ধু-মথিত অমৃত
তাই দিয়া এ ভারতে রূপ তাঁর হয়েছে রচিত।
যোগায় কেহ-বা ফুল, কেহ ধূপ, কেহ-বা চন্দন,
কেহ করে চামর ব্যজন,
কেহ আনে গঙ্গোদকে পূর্ণ করি ঝারি,
কবি ছাড়া কেহ তাঁর নয়ক পূজারী॥

মনের মানুষ

কত লোক আসে যায় কত ছলে কাজে ও অকাজে
হেন জনে পাইনাক তাহাদের মাঝে
যেবা চলে গেলে
হৃদয় বিদায়ে তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
আসে যারা তাহাদের সাথে মোর কত কথা হয়,
প্রাণের কথাটি শুধু অকথিত রয়।
তাহাদের মাঝে মোর মনের মানুষ কোথা হায়,
যার লাগি বসে থাকি ঠায়॥
কে শুনিবে ধৈর্য ধরি' গূঢ় মর্মবাণী,
সুপ্তেরে জাগাবে কেবা গুপ্তেরে বাহিরে টানি আনি
আমাকেই রূপান্তরে দিবে উপহার।
নূতন করিয়া হবে কার চোখে মোর আবিষ্কার ?
নয়ন-দর্পণে কার পরিচয় পাব আপনার,
রস গদ্‌গদ হবে কারে পেয়ে হৃদয় আমার,
সর্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত। অপ্রাকৃত সাহচর্যে কার
হবে মোর লোকোত্তর বিচ্ছিত্তি বিহার ?
'কুসুমৈক পাত্রে' দুটি মধুব্রতসম
করিব সম্ভোগ রস দিব্য অনুপম।
হেন জনে কল্পনায় সমধর্মা গণি
ভবভূতি ধরিলেন প্রত্যাশায় একদা লেখনী।
এই জনারণ্যে তাই যেন আমি একা
শুধু প্রতীক্ষায় তার বুঝিয়াছি মিলেনাক দেখা।
মনের মানুষ সেও বুঝিয়াছি সাধনার ধন,
বিনা সাধনায় তার মিলে না দর্শন॥

কোজাগরী জাগরণ

দিবালোক মিলাইয়া গেল অস্তাচলে
জ্যোৎস্নার প্লাবন এল অনুকম্প রূপে ধরাতলে,
গভীর হইল নিশা ডাকিলাম নিঃশব্দ ভুবনে
সন্তরিতে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার প্লাবনে।
লজ্জায় কুণ্ঠিতা তুমি তবু এলে সাথে
গঙ্গাতটে সেই অর্ধ রাতে॥
দুইজনে সারারাত করিলাম সৈকতে ভ্রমণ
গঙ্গার শীকরসিক্ত সমীরণ করিয়া সেবন।
মনে পড়ে ঝিকিমিকি ক্বণিত কাঁকনে
উড়ন্ত অলকগুলি দুরন্ত পবনে।
মনে পড়ে জলচর পাখীদের পাখার ধুনন,
শুনিয়া তোমার ত্রস্ত চকিত লোচন।
সংসার-বাহিরে সেই ভাগীরথীসৈকতে যামিনী
ইন্দুকরে স্বাক্ষরিত জাগরণ আজিও ভুলিনি
সেদিনের শুভযোগে করি পুণ্য স্নান
কৌমুদীজাহ্নবী নীরে শুচি হ'ল প্রাণ।
সে শুভযোগের কথা পুরাতন প্রেমপঞ্জিকার
মোর জন্মনক্ষত্রের সাথে যোগ তার॥
তেরশো একুশ সাল তিরিশে আশ্বিন
কালের মিলনতীর্থ হয়ে প্রিয়ে রাজে চিরদিন।
প্রেম সে আধেক সত্য, আধেক স্বপন,
আধেক প্রকাশ তার, আধেক গোপন।
যোগ্য পরিবেশ নয় সূর্যালোক কিংবা অন্ধকার
জনশূন্য চন্দ্রালোকই অনুকূল পরিবেশ তার॥

ধর্মের নামে

ধর্মের নামে দেশে দেশে দ্বেষাদ্বেষি,
ধর্মের নামে ভায়ে ভায়ে রেষারেষি,
ধর্মের নামে মিথ্যারে লোকে পূজে
আপন ইষ্ট তাও নাহি তারা বুঝে ॥
আপন দেশেরে ক'রে কেটে তিন ভাগ।
নিরীহ যে ছাগ সেও হয়ে ওঠে বাঘ।
ধর্মের ধ্বজা ধরিয়া দম্ভভরে
মানুষে মানুষ বলি না গণ্য করে ॥
হরে পরধন ধূর্ত চতুর লোকে
ধর্মের নামে শনি হয়ে ঘরে ঢোকে।
ধর্মের নামে পশু হতে লোকে চায়
বর্বরতায় পুন ফিরে যায় হায়।
ধর্মের নামে রোধ করে নীতিপথ
গড়ে সারি সারি বিলাসের ইমারত ॥
ধর্মের নামে কর্মীর ধন শোষে
তা দিয়ে অলস নিষ্কর্মারে পোষে।
ধর্মের নামে শোণিত ঝরিছে যত
রণাঙ্গনেও কখনো ঝরেনি তত ॥
ধর্মের নামে কেবলি প্রবঞ্চনা,
মানুষের ঘরে জমিছে আবর্জনা।
এই ধর্মের হবে বিলুপ্তি কবে ?
মানুষ আবার সত্য মানুষ হবে ?

মানুষের ভগবান

মানুষের ভগবান,
তোমার শাসন নয় তো দণ্ড-দান।
নহ তুমি প্রভু সর্বশক্তিমান
নিজের বিধানে নিজেই বন্দী তুমিও যে অক্ষম—
করিতে তাহার বিতথ ব্যতিক্রম।
মোদের দুঃখ যাতনা যা কিছু সেই বিধানের ফল,
তাই পার শুধু মুছাতে চোখের জল॥
মানুষ কাঁদিয়া ডাকে
প্রতিকার তার করিতে পার না তাই বুকে ধরো তাকে।
ব্রহ্ম তো নও, মানুষের ভগবান,
হে করুণাময় উদার হৃদয় হে মহতোমহীয়ান্।
তব মানুষের দুখের অন্ত নাই,
তোমার নয়ন সতত সজল তাই॥
দুঃখীর ভগবান,
নাই তাই তব দুঃখ হইতে কখনও পরিত্রাণ।
তোমার চোখের জলে
এ মরু ধরণী চিরশ্যামল ভরপুর ফুলে ফলে।
সেই তো করুণা তব
তাই এ ভুবনে রূপ ধরে নবনব॥
কাঁদিল শ্রীরাম দণ্ডকবনে ধরাজননীর সনে।
তুমি কাঁদিতেছ জীবজননীর এই দণ্ডকবনে।
নিজ অপরাধে মানুষ তাহার করিলে দণ্ডভোগ
দুর্বল সে যে, তার অশ্রুতে করিছ অশ্রুযোগ॥

সিংহ

আফ্রিকা দেশ আপাততঃ তব আধিপত্যের ভূমি,
ভারতে একদা নিশ্চয় ছিলে তুমি।
পুরাসাহিত্যে পাতে পাতে তব পদাঙ্ক দেখি তাই,
উপমায় তব আছে নিরুপম ঠাঁই।
আনখ-দন্ত সশস্ত্র তুমি বীর।
কেশর তোমারে করিয়াছে ধীর, মন্থর, গম্ভীর,
উপকেশ-পরা বিচারপতির মতো
সৌম্য ও সংযত ॥

পশুপতি নাম তোমারেই ঠিক সাজে
তোমার কণ্ঠে পাশুপতায়ুধে জলদমন্দ্র বাজে।
তুমি নাতিকায়, তবু হস্তীরে করিয়াছ পদানত
অতিকায় এই ভারতে ক্ষুদ্র গ্রেটব্রিটেনের মতো।
সারা আফ্রিকা কাঁপিছে তোমার দাপে,
তোমারে লইয়া রসিকতা করি কেমনে, কলম কাঁপে।
আপাততঃ তুমি এই ভারতের ঘনারণ্যেও নাই,
জনারণ্যেও তোমারে খুঁজে না পাই ॥

একদা যে ভূমি করেছিলে আশ্রয়,
সেথা নির্ভয়ে অশ্বতরেরা এখন পণ্য বয়।

পূর্ণাহুতি

কবিতায় আছ, ছবিতেও আছ, বিজ্ঞাপনেও আছ।
হাই তুলে তুলে চিড়িয়াখানায় কষ্টেই তুমি বাঁচো
নেপোলিয়নের মতো সেন্টহেলেনায়।
আজো পূজা পাও মৃন্ময়রূপে দশভূজা প্রতিমায়।
তোমারি জন্য মাতৃপূজায় লোকে দেয় ছাগবলি,
তুমি যাহা চাও দিতে তো পারে না, তুমি চাও বাঘবলি॥

ব্যঙ্গ করিছ যুক্ত হইয়া মানুষের পদবীতে।
আজো আছ তুমি রাজপুতনার চারণ-কবির গীতে।
সার্কাসে দেখি' তব দুর্গতি, হীনতার কাতরতা,
আমোদের চেয়ে ঢের বেশি পাই ব্যথা!
অসুরবধেও প্রয়োজন ছিল তোমার খর-নখর,
সেই প্রয়োজনে হরি হইলেন অর্ধহরীশ্বর॥

পুরুষ কাব্যে পাইয়াছে গ্রীবা, কামিনীরা তব কটি,
যে তনুতটীরে নৃত্যে দুলায় নটী।
নাট্য তোমায় টানিয়া আনিল ঋষিদের তপোবনে,
যেথা অনায়াসে আশ্রমশিশু তোমার দশন গণে।
কবিকল্পনা দিয়াছে তোমায় যে ভীমকান্তরূপ,
সেইরূপে তুমি চিরদিন পশুভূপ॥

রাজা নাই আজ, গিয়াছে সিংহাসন,
মূর্তির রূপে তোরণ-শীর্ষে করিয়াছ আরোহণ।
পুরুষসিংহ দুই-চারিজন আজিও দেখিতে পাই,
দাড়ির আকারে হয়ত তাঁদের সবার কেশর নাই।

পূর্ণাহুতি

ভানুসিংহই আসল কেশরী কবি
ছিলেন একদা তোমার যোগ্য রাজশ্রীগৌরবী।
বীরসিংহের সিংহেরে আজো স্মরি,
কেশরে না হোক বিক্রমে তিনি জাতিরে গেলেন গড়ি।
নববলে জাতি তোমার চিত্র তার পতাকায় ধরি'
আগায়ে চলেছে আশা সঞ্চার করি'।
বনে নাই হোক, মনে ফিরে এসো তোমা চাই পশুরাজ,
তব আদর্শ ভারতবর্ষ সাগ্রহে চায় আজ॥

বৃষভ

বৃষোৎসর্গে দাগা তুমি ষাঁড়,
পুর-জনপদে তব মাঠে হাটে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যোগক্ষেম তরে তুমি কোন কর্ম কর না সাধন,
জীবন্মুক্ত, কোন দিন মাননাক কর্মের বাঁধন।
গো-বর্ধনে তুমি প্রজাপতি,
বিচরিছে মাঠে মাঠে শত শত তোমার সন্ততি।
তব শৃঙ্গে বপ্র-পঙ্ক গিরিশৃঙ্গে মেঘখণ্ডসম,
তোমার গর্জন গাঢ় মেঘমন্দ্রোপম।
তোমার পৃষ্ঠের গদি রুদ্রের আসন,
শূন্য রয়, কে করিবে তোমারে শাসন?
কম্পিত ককুদ স্কন্ধে সুন্দর শোভন,
স্মরায় বৃষভধ্বজে করে চিত্তে ভক্তি উদ্বোধন।
তব হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের তরঙ্গ নেহারি
স্বাধীনতা কারে বলে বুঝিতে তা পারি।
বিশীর্ণ কঙ্কালী দেহ ক্ষুধার আধার
সাক্ষ্য নাহি দেয় কভু সে স্বাধীনতার।
ভোগী তুমি, যোগী তুমি, হে ঋষি-ঋষভ,
'শ্রেষ্ঠার্থবাচকঃ পুংসি', তুমিই পুঙ্গব।
আভিজাত্যে গমন মন্থর,
নড়াইতে নারে তোমা পথ হতে মন্ত্রীরও মোটর॥

বানর-প্রশস্তি

হে নরের বিকল্প বানর,
বৈজ্ঞানিক বলেছেন বানরের মোরা বংশধর।
বিজ্ঞানের দোহাই দেবার
বোধহয় ছিল নাক কোন দরকার।
আচরণসাম্যে বুঝি তোমরা যে আমাদের জ্ঞাতি,
অতএব পালনীয় রক্ষণীয় তোমাদের জাতি॥

জলপিণ্ডে তোমাদের আছে অধিকার,
তোমরা করিতে পার দাবি ফলাহার।
পর্বে পর্বে যাহা মোরা পিতৃগণে সঁপি
সবই বয়ে নিয়ে যাও যথাঠাঁয়ে, কপি।
যথার্থ মহিমা বুঝে গৃহিণীরা বটে,
দাল বেটে বড়ি দিয়ে চটে
উন্মুক্ত ছাদের 'পরে রেখে আসে তোমাদেরই তরে।
তোমরা লইয়া যাও অনুকম্পা ভরে
সানন্দে ভোজন কর বৃক্ষের শাখায়,
দিবাসুপ্তা গৃহিণীরা জেগে উঠে সস্নেহে তাকায়।
শিশুরা দেখিতে পায় যদি
আত্মীয় বলিয়া চিনে আনন্দের থাকে না অবধি॥

পূর্ণাহুতি

লম্ফদান-প্রতিযোগিতায়
চির চ্যাম্পিয়ন তুমি, কে তোমা হারায় ?
চতুষ্পদ-দ্বিপদের মধ্যবর্তী স্তরে,
বিবর্তন পথে ধরা 'পরে
কতকাল রবে আর ? বৃক্ষে বৃক্ষে কর আন্দোলন,
সংঘবদ্ধ হতে জানো সাক্ষী তার আছে রামায়ণ।
শিক্ষা তরে বিদ্যালয় কর সবে দাবি,
চাবে ভোটে অধিকার ? দিতে হবে, কি হইবে ভাবি ?

খুব ভালো করিয়াছ ডেরা বাঁধি গাছে
মাটিতে তো স্থানাভাব কিছু ঠাঁই গাছেতেই আছে।
ওগো জ্ঞাতি ভাই,
মানুষভাইএর তরে গাছে গাছে কিছু রেখো ঠাঁই।
উত্তরাধিকারে
বাড়তি একটি অঙ্গ পাইনিক, পাইয়াছ তারে,
না লাগুক কামে
সে ক্ষতি পূরণ করি মোরা এই দেহে নয়, নামে ॥

নিরামিষ ভোজ্য তব, তীর্থবাস তব বৃন্দাবনে,
মারুতি আদর্শ তব আত্মবিস্মরণে।
পশু-নরে, লোকালয়ে—আর বনবাসে
সেতু রচিয়াছ তুমি গাছে গাছে সংসারে সন্ন্যাসে,
জীবনে অনিত্য জানি প্রব্রাজক বাঁধনিক ঘর
স্বজনগণের সহ তুমি যাযাবর ॥

পূর্ণাহুতি

আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য তোমাদেরি মহিমার গান,
তোমাদের দিলে বাদ রামচন্দ্র শুধু ভগবান,
ভক্ত নাই তাঁর।
সাগরবন্ধন করি কে করিত সীতার উদ্ধার?
তোমাদেরি প্রাণমূল্যে শ্রীরামের জয়,
তোমরা আসল ভক্ত, অযোধ্যার পৌরগণ নয়।
তোমাদের ত্যাগে নাহি সীমা,
কেমনে খৃষ্টান কবি তোমাদের বুঝিবে মহিমা?

হস্তি-প্রশস্তি

একদিন হস্তী ছিলে রাজকীয় ধন
ছিলে মহারাণীরও বাহন।
রাজারে বহন করি লইতে সমরে,
সহজে চিনিত বৈরী শরবৃষ্টি হ'ত তোমা 'পরে,
পলায়ে বাঁচায়ে দিলে কতবার কত নরাধীশে
স্বপক্ষেরি পদাতিক বহু দ'লে পিষে।
ভারতের বার বার পরাজয়ে সহায়তা তব
ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, তার কথা কেন আর ক'ব ?

হ'লে তুমি মৃগয়া সহায়,
কত বাঘে পেয়ে বাগে দলি রাগে পায়!
জগদ্দলে নড়াইতে, সরাইতে দূরে শুণ্ড-বলে,
শুণ্ডে তব সেকালের ক্রেন বলা চলে।
ছিলে তুমি ভারতের সামরিক প্রধান সম্বল
যুঝিতে অশ্বের সাথে হইলে অচল।
ভাঙিতে দুর্গের দ্বার মুণ্ডের প্রতাপে,
রাজদ্রোহীদের দণ্ড ছিল তব চরণের চাপে।
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি একদা কি ছিলে,
আজ তুমি শোভা পাও রাজপথে নগরমিছিলে
দধীচি সঁপিল অস্থি, তুমি হস্তিদাঁত
নব শিল্পপ্রবর্তনে তোমার সওগাত॥

পূর্ণাহুতি

যাহা কিছু বিরাট বিশাল
ফুরায়েছে তাহাদের গৌরবের কাল।
ক্ষুদ্র নর দর্শনীয় তোমারে বানায়
দিয়াছে তোমারে ঠাঁই চিড়িয়াখানায়।
সেথা তুমি হলে হায় দর্শনীয়, শিশু-স্পর্শনীয়,
দর্শনী পাবে না কেন, হবে নাক কেন অর্চনীয় ?
হয়েছ অকেজো ত্যাজ্য, পূজ্য হও তবে,
পূজা ছাড়া অকেজোর প্রাপ্য কি বা আছে এই ভবে ?
কেন ধর্মপ্রাণ-দেশে চলিবে না পূজা ব্যবসায়
তোমারে লইয়া, তব বিশালতা মূলধন যায় ?
সশুণ্ড তোমার মুণ্ড পূজা পায় সিদ্ধিদাতা রূপে
পূর্ণাঙ্গ তোমার পূজা পাবে নাক কেন পুষ্পে ধূপে
ঐরাবত বংশধর, পূজায় কি নাই তব দাবি ?
পূজায় বঞ্চিত তুমি এতকাল কেন তাই ভাবি ॥

সর্বজীবে ব্রহ্ম রাজে এই কথা শুনি বার বার।
ব্রহ্ম কি তোমার মাঝে ধরে নাই বিরাট আকার ?
বহুভক্ষ্য ভোজ্য দিয়ে পূজি দেবতায়
দেবতা খান না কিছু লোকে লুটে খায়।
তুমি যত ভক্ষ্য ভোজ্য পাবে
জীবন্ত দেবতা দন্তী নির্বিচারে চিবাইয়া খাবে ॥

বন্য তুমি, হিংস্র নও, নিরামিষ-ভোজী অনুদ্ধত ;
স্বতই শ্রীপদে তব হে বিরাট, শির হয় নত।

পূর্ণাহুতি

মন্ত্র ও মন্দির চাই, তা নয় মোদের মাথাব্যথা
দেয়াসীন ব্যাপারীর এই সব ভাবিবার কথা।
বার্ষিক উৎসব হবে নাগপঞ্চমীতে
নাগ মানে হাতী তাকি হবে বলে দিতে ?
চড়েছি তোমার পিঠে যানাভাবে, অপরাধ ক্ষমি
ভুলে যাও, প্রথমেই আমি তোমা নমি ॥

ছাগ

ঈশ্বর গুপ্তের মতো হইনি পাগল
পয়ারে তবুও স্তব রচিব, ছাগল।
লোলুপ নইক ছাগ, তব মাংস লাগি,
আমি তো তোমার মতো অহিংস বৈরাগী।
শুনিয়াছি তব ছালে ছাওয়া হয় খোল
তার সাথে দিই আমি হরি হরি বোল।
নিজেই যোগাড় কর নিজের খাবার,
পুষিতে খরচ নেই কাহারো বাবার।
খাও তুমি নির্বিচারে লতাপাতা নানা,
তোমার জঠর তাই কবিরাজখানা।
ছাগী দুগ্ধ তাই দুইই ঔষধ আহার
বুঝিতেন মহাত্মাজী মর্যাদা তাহার।
রাজর্ষি-কবন্ধে তব মুণ্ডের যোজন
ভারতের সার্জারির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন!
মৎস্যাভাবে বাড়িতেছে তব সমাদর
বহুগুণে বাড়িতেছে দেশে অজগর।
তোমার যুদ্ধের মতো যুদ্ধ হয় হোক
বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া বেঁচে যাবে লোক॥

শৃগাল

ঈসপের গল্পের কাননে
আলাপ তোমার সাথে পড়ে কি তা মনে ?
তোষামদে তুষ্ট করি কাকেরে গাওয়ায়ে তুমি গান
তাহার চঞ্চুর স্বাদু মাংসখণ্ডে হলে লাভবান্
বৃক্ষতলে রহি তুমি ক্ষুধার সময়।
তোমার বুদ্ধির হ'ল বিনাশ্রমে জয়।
বুদ্ধি ছাড়া অন্য গুণে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে,
বুদ্ধি ছাড়া প্রাপ্তধন কে রক্ষিতে পারে ?

নীলের টবেতে পড়ি লভি বর্ণান্তর
পশুগণে ভুলাইয়া হলে মাতব্বর,
শাসন করিলে কিছু কাল,
বেগতিক দেখে শেষে পলাইলে চতুর শৃগাল।
যথা লাভ, চিরদিন চলে বলো কাহার শাসন ?
দেহ রূপান্তর পায়, পায় না ভাষণ ॥

হাবুডুবু খেলে যবে গর্তভরা জলে
মিষ্টি জললোভ তুমি, দেখাইলে তৃষ্ণার্ত ছাগলে ;
নামালে সে গর্তে, নিজে তার শিঙে চড়ি
উপরে উঠিলে কিবা বুদ্ধি মরি মরি !
ক্ষমতা না থাকে যদি, অপরের ঘাড়ে
আরোহিয়া শক্তিহীন উচ্চপদে উঠিতেও পারে ॥

পূর্ণাহুতি

মোরগ ধরিতে গিয়া নিকিড়িপাড়ায়
লেজ যবে কাটা গেল ভুজালির ঘায়,
সভায় সভায় তব তারস্বরে শুনেছি বক্তৃতা
"কেটে ফেল লেজভার বহ কেন বৃথা?"
বাড়াইয়া সাম্যে আনা সম্ভব তো নয়,
ছাঁটিয়া সমান কর সাম্যবাদী কয়॥

সিংহের সেবক হয়ে প্রতিপত্তি সমাজে বাড়ালে,
শিকারের কালে তুমি রহিতে আড়ালে,
উচ্ছিষ্ট খাইয়া তার হ'লে মোটা বাঘের মতন,
পশুরাজভৃত্য পেলে খেতাব ভূষণ;
বাঘের পশ্চাতে স্বর লুকাইয়া হলে তুমি ফেউ,
হে বাঘের মোসাহেব, তোমা আর চিনিল না কেউ॥

সমবেত শিকারের ভাগের বণ্টনে
প্রবলের অংশ কত হইবে ওজনে?
হে সুবিচারক,
তোমার মতন এই মীমাংসায় কে হবে পারক?
সেই হতে হলে সর্বসমস্যায় তুমিই তারক।
দ্রাক্ষামঞ্চে উঠিতে না পারি, তুমি হে সমালোচক
ঘোষিলে স্বাদ না পেয়ে, দ্রাক্ষা অম্ল, নয় সুরোচক।
প্রাচীন পুঁথিতে দেখি লভিয়াছ 'শ্রীগাল' বানান,
কেন তাহা চলিল না? সে বানানই হইত মানান॥

গণ্ডার

'মারিত গণ্ডার আর লুটিত ভাণ্ডার'।
কালকেতু ছাড়া হবে এত জাঁক কার?
যোগাল চণ্ডীর কৃপা আপাত অহেতু
সোনার ভাণ্ডার লুটে নিল কালকেতু।
'গণ্ডারে বাঁধি সে কাণ্ডে ছিণ্ডি নিত খড়্গ'
কিনিত তর্পণ তরে সাধু বিপ্রবর্গ।
কালকেতু বংশ ফৌত, নির্ভয়ে গণ্ডার
এখন করিছ তাই স্বচ্ছন্দে বিহার॥

•

নখী নও, শৃঙ্গী নও, খড়্গ আছে শিরে
কে না ডরে অসি-চর্ম-বর্মধারী বীরে?
সহজকবচে কর্ণ, পার্থ পাশুপতে
কে রুখিবে, কে রোধিবে তোমা যাত্রাপথে?
খড়্গ তব পেট চিরে, চর্ম ভাঙে দাঁত,
ভোঁতা নখে সিংহ ব্যাঘ্র হয় কুপোকাত॥

নিরামিষী তুমি তবু সবে করে ভয়,
তুমি যে বৈষ্ণব তাহা করে না প্রত্যয়।
সিধা পথে চল সোজা শুধু করজোড়ে
দাঁড়ালেই নিরাপদ পথ থেকে সরে॥

পূর্ণাহুতি

বহুকাল দিয়ে ঢাল বাঁচালে যোদ্ধায়,
এখন ফাটিছে বোমা তারা নিরুপায়।
তব চর্ম মোর দেহে দিতে পার ধার ?
যা খুশী তা লিখে যাব কেতাবে দেদার,
সমালোচনার নামে খোঁচা লেখনীর
নারিবে ভেদিতে বর্ম, ঝরাতে রুধির ॥

মহিষ

মহিষী তোমার জায়া ব্যাকরণমতে তুমি রাজা,
হায় রাজা মানুষের ঘরে তব কি দারুণ সাজা!
মন্থর গমন তব রাজকীয়, এই অপরাধে
পাঁচনি আঘাত সহ দুর্বিষহ তুমি নির্বিবাদে।
ষণ্ড তো নিষ্কর্মা, তুমি কর্মে পটীয়ান,
অবদান ঢের বেশি, বলদের চেয়ে বলবান॥

ষণ্ড সে রহিল পূজ্য, তুমি হ'লে অবজ্ঞাভাজন,
তোমাকে বানাল লোকে যমের বাহন।
ভাগ্যে তুমি সে গৌরব করনি স্বীকার
তাই রক্ষা, শান্ত শিষ্ট শুভঙ্কর তুমি নির্বিকার॥

দুগ্ধ যদি নাহি দিত তোমার মহিষী এতকাল
দুগ্ধপোষ্য দগ্ধ দেশে কী বা হতো হাল?
অকৃতজ্ঞ দেশে তুমি আজো অনাদৃত,
তাই বনস্পতি খেতে বাধ্য হই, পাই নাক ঘৃত।
কালিদাস-কাব্য সহ এণমাংস কোমলা অঙ্গনা
তৎসহ মাহিষদধি জন্মে জন্মে যাহার কামনা,
বুঝিলেন সেই কবি মূল্য মর্ম তব মহিমার
মহিষী যে মহীয়সী চোখে তাঁর, তাঁরে নমস্কার॥

পূর্ণাহুতি

বহুকাল বন্য হয়ে শিকারের জন্য তুমি ছিলে,
করিতে নিজেরে রক্ষা অবগাহি নিপানসলিলে।
নিরামিষভোজী তুমি, তবু তুমি করিয়া সমর
বাঘ-ভালুকের সনে, বিজয়ী হয়েছ পশুবর।
অনার্য বলিয়া তোমা আর্যেরা রাখিল দূরে দূরে,
দানব ভাবিয়া হায় চিনিল না মানব-বন্ধুরে।
মহিষজীবন তব পতিত রহিল বহুকাল
আবাদ করিলে কালে ফলিত যে সোনা ভাল ভাল।
লোমশূন্য উভচর লোকালয়ে এলে তুমি শেষে,
তুমি হ'লে আদি পশু কাদাজলে ভরা এই দেশে॥

বন্য বলি গণ্য ছিলে, পেলেনাক ঠাঁই ব্রজগোঠে,
কোন কবি কবিতায় তব নাম করিল না মোটে!
অহিংস হলেও তুমি হ'লে প্রয়োজন
শিখাইলে রুদ্র মূর্তি করিতে ধারণ।
অসুর আশ্রয় নিল তব আদিপুরুষের মাঝে,
বধিলেন তাঁরে দেবী দশভুজা রণচণ্ডী সাজে,
তারে রণে জিনি
লভিলেন আখ্যা দেবী মহিষমর্দিনী।
সেই হ'তে আশ্বিনের পূজার সময়
বংশধরে বলি দিয়া সে যুদ্ধের করি অভিনয়!
মাহিষিক গৃহে তুমি লক্ষ্মীর বাহন
মহিষী মুষলধারে করে তায় দুগ্ধ বরিষণ॥

মেষ

লোমশ মুনির তুমি যোগ্য বংশধর,
তোমার পরম তীর্থ অগস্ত্য-জঠর।
চিরদিন যোগাতেছ মোদের কম্বল
দরবেশ ফকিরের তাইতো সম্বল।
হইতে তোমার মতো শান্তশিষ্ট মেষ,
দিলেন ঈশ্বরপুত্র সবে উপদেশ।
আমরা পেয়েছি মেষ তোমার স্বভাব,
সহিতে তোমার মতো খাদ্যের অভাব॥
তোমারি মতন মোরা সুশীল নিরীহ,
স্বল্পে তুষ্ট, অল্পে পুষ্ট, অহিংস, নিস্পৃহ।
হে গড্ডল, গড্ডলিকাপ্রবাহ তোমার
শিখিয়া গিয়াছি মোরা, তুমি গুরু তার॥
ঘরে ঘরে গিন্নী আছে, তব রূপ পেতে
হয়নাক আমাদের কামাখ্যায় যেতে।
শৃঙ্গী তুমি, শৃঙ্গ তব নহে প্রহরণ,
কুণ্ডলিত রূপ তার তা-তো আভরণ॥
শতহস্ত দূরে তোমা হয় না রাখিতে
বরং ধরিলে কোলে তাপ পাই শীতে।
রোমে তোমা মনে হয় ইথিওপিয়ান,
জাতিকুলে কিন্তু তুমি অস্ট্রেলিয়ান॥
অর্ধমরু মাঠে খুঁটে খাও তৃণাঙ্কুর,
ফলাও সারাটি দেহে ফসল প্রচুর।
পরমেশ দিয়েছেন স্নেহে তোমা মেষ
সাগরবেষ্টিত এক গোটা মহাদেশ॥

অশ্ব

পশুর সমাজে তুমি রূপে গুণে অশ্বিনীকুমার
মুগ্ধ আমি কান্তিতে তোমার।
গ্রীবাভঙ্গে অভিরাম লম্বিত কেশর
আমারে স্তম্ভিত করে পরিচ্ছন্ন রূপ মনোহর।
তালে তালে নৃত্যলীলা তোমার চলনে,
ক্ষুরক্ষুণ্ণ মহীতল কম্পিত দলনে
তব পায় পায়,
দলিত তৃণের গুচ্ছ ভয়ে ভয়ে মাথা তুলে চায়।
লাবণ্যচিক্কণ অঙ্গে পড়ি যেন পিছলি গড়ায়ে
রোমাঞ্চন উচ্ছলিয়া তরঙ্গিয়া চলে সারা গায়ে।
শৃঙ্গ নাই, নাই তায় ক্ষতি,
সে ক্ষতিপূরণ বিধি করিল যে দিয়ে ক্ষিপ্রগতি॥

হে অশ্ব, প্রথম বশ্য হলে যবে বর্বরজগতে
তাহাকে আগায়ে দিলে বহু দূর সভ্যতার পথে।
অতীতের দূত
দূরকে নিকট করি' ঘটালে অদ্ভুত।
ধাবন্ত ত্বরিতগতি তব রূপ তড়িতের মত
সুদূর দিগন্তে স্ফুট তাঁর পানে আঁখি কতশত

অনিমেষ, আজ তাই কল্পনায় হেরি
কি বার্তা আনিতে বহি' জনতা দাঁড়াত কেন ঘেরি ।
যত রণ অভিযান জয় পরাজয়
যাহা কিছু হেরি বিশ্ব-ইতিহাসময়,
অর্ধেক তোমার অশ্ব অর্ধেক যোদ্ধার,
ইতিহাসে প্রতি পত্রে হেরি অশ্ব পদাঙ্ক তোমার ।
সে পদাঙ্ক এতই গভীর
শুকায়নি আজো হেথা বীরের রুধির ।
ফরাসী মোগল গ্রীক আফগান তুর্ক অভিযানে
বহুশত অব্দ পারে তব পদশব্দ পশে কানে ।
তোমার দুর্জয় শৌর্যে রচিত অতীত ইতিহাস
ভাঙিল গড়িল রাজ্য তোমার নিশ্বাস ॥

স্মরি আজো সেই অশ্বমেধ
একচ্ছত্রতলে আনি' রাজ্যে রাজ্যে ঘুচাত বিচ্ছেদ ।
গহনবাহিনী বুকে ব্যূহ ভেদি' প্রভু আরোহীরে
নিয়ে গেছ জয়গর্বে, শোণিতাক্ত আসিয়াছ ফিরে ।
তুমি ছিলে ত্রাতা,
বার বার আরোহীর তুমি প্রাণদাতা ॥

তোমার ফুরায়ে গেছে দিন,
বাষ্প তৈল তড়িচ্ছক্তি করিয়াছে তোমা শক্তিহীন ।
বিদায় নিয়েছ তুমি বীরশ্রীও নিয়েছে বিদায়,
গগনে সাগরতলে ভূপঞ্জরে বীরত্ব লুকায় ।

পূর্ণাহুতি

মাঠে ছুটিতেছ তুমি প্রাণপণে জকির আজ্ঞাতে,
যুদ্ধের রসদ কিংবা বহিতেছ খচ্চরের সাথে।
সাহিত্যে তোমার কথা বলিবার আর নেই রীতি
বহিতেছে রূপকথা আজো তব স্মৃতি॥

ভেসে গেছ তুমি কালস্রোতে,
রাজশ্রী চলিয়া গেছে তাই বিশ্ব হ'তে॥

সোনার স্বপন

সোনার বাংলা সোনার স্বপন দেখলে চিরকাল।
যখ দেওয়া রয় মাটির তলে অনেক সোনার তাল।
ব্যাধের ঘরে চণ্ডী দিলেন সাত কলসী সোনা,
মূর্খ-ব্যাধের সাধ্য কি সেই সোনার মোহর গোণা?
কাঠের সেঁউতি হ'ল সোনা দেবীর চরণ ছুঁয়ে,
থাকত তোমার রাজকুমারী সোনার খাটে শুয়ে।
সারা গায়ে গয়না সোনার তাহার গুরুভারে
দেরি হতো পথে যেতে রাধার অভিসারে॥

সোনার খাঁচায় সারিকা শুক পুষতে ঘরে ঘরে,
সোনার কমল ফুটতো তোমার মানস-সরোবরে।
শুনতে তো পাই পরশমাণিক খুঁজলে পাওয়া যেত,
নদীর জলে ফেলত ছুঁড়ে যে সাধু তায় পেত।
মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীরা লোকালয়ে আসি'
গলিয়ে তামা বানিয়ে যেত স্বর্ণ রাশি রাশি॥

বনের মাঝে পালিয়ে গিয়ে কাঙালিনীর মেয়ে
হ'ল দেবীচৌধুরাণী সোনার কাঁড়ি পেয়ে।
স্বপ্ন দিয়ে সোনার লঙ্কা গড়েন তোমার কবি,
কাঙাল ছিলেন হলেন তাতেই অতুল্যবৈভবী।

পূর্ণাহুতি

আরেক কবি খারাগোলের অগম্য জঙ্গলে
স্বর্ণপুরীর আবিষ্কারক মহাতপের ফলে।
সোনার ফসল বহন ক'রে সোনার তরী তাঁর
দেশে দেশে পৌঁছে দিল সুবর্ণ-ভাণ্ডার ॥

তুষার শৃঙ্গে দেখলে গিরির স্বর্ণমুকুট পরা।
নদীর চড়ার বালুরাশি স্বর্ণ-কণায় ভরা।
জননীদের কোলে কোলে ছিল সোনার চাঁদ,
ঘরে ঘরে ছিল তোমার স্বর্ণলতার ফাঁদ।
সোনার দোয়াত-কলম ছিল তোমার ঘরে ঘরে
গুরুজনের আশীর্বাদে এবং তোমার বরে।
কোথায় গেল সে সবই কি গ্রাস করিল মাটি ?
এখন কেবল পুঁজি তোমার সোনার পাথরবাটি ॥

এই সোনারই হিসাব দিতে গেলাম আমি বকে
একি শুধু সোনার স্বপন 'মাইদাসিয়া' চোখে ?
সব সোনা কি ঝরল ফুটে আকাশতরুর ডালে !
হায়রে কনকচম্পা চীনা-করবী সোঁদালে ?
হায়রে কাঙাল দেশ !
চলছে আজো চিরকালের সেই স্বপনের রেশ ॥

কলেজের মেয়ে

পাস করেছি নিচ্ছি শিখে গোটা তিনেক ভাষা,
কেশেবেশে সেজে করি কলেজ যাওয়া-আসা।
অভাব কিছু নেইক আমার রইনা অনাদরে
করতে যুগের যোগ্যা আমায় বাপ বহু ব্যয় করে।
কিন্তু কোথায় সে,
সে ছাড়া মোর চপলজীবন সফল করে কে ?

সভায় সভায় ডাক পড়ে মোর করতে রেসিটেশান,
গিটার বাজাই, ঘরটি সাজাই যেমন নয়া ফ্যাশান,
গান থেমে যায় বাবার ভারী গলার করুণ স্বরে,
মায়ের মলিন মুখ দেখে মোর প্রাণটা কেমন করে।
হায় রে কোথায় সে,
সে ছাড়া মোর তরুণজীবন সফল করে কে ?

সজ্জা করে পরীক্ষা দিই লজ্জা তাতে পাই,
দেখতে এসে সবাই বলে ফরসা আরো চাই।
ভরসা মা দেয়, বিয়ে না হোক চাকরি ক'রে খাবি,
হায়রে পোড়া পেট ছাড়া আর নেই কিছুরি দাবি।
হায় রে কোথায় সে।
সে ছাড়া এই তৃষিতপ্রাণ তৃপ্ত করে কে ?

পূর্ণাহুতি

জনারণ্যে কোথায় আছে বাঞ্ছিত সেই জন,
কতদিন আর রাখব বেঁধে লাঞ্ছিত যৌবন!
বাড়ী গাড়ী গয়না শাড়ী কিছুই তো না চাই,
একটি নিজের কুলায় পেলে ধন্য হয়ে যাই।
কোথায় সে না জানি,
সেই কুলায়ে ভুলাবে যে এই জীবনের গ্লানি॥

আসবে কবে বঁধু আমার আর কতদিন দেরি,
আয়োজনের বিরতি নেই আমার জীবন ঘেরি।
স্বর্ণকারের আনাগোনা শুধুই বিড়ম্বনা
বৃথাই আমার মনে মনে জল্পনা কল্পনা।
কোথায় আমার বঁধু,
এই জীবনের শ্রীসৌরভে কে যোগাবে মধু?

শ্যামনাম

সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম ;
এই গান আমি কতবার শুনিলাম।
প্রথম শুনিনু মনে হয় যেন তবু
এ গান এ কানে পুরানো হবে না কভু।
ন-এ ম-এ মিল দেওয়া ছুচরণ, রচনা নিখুঁত নয়
তবু এ যে দেয় শাশ্বত মহামিলনের পরিচয় ॥

সুর নয় এ যে সুরার প্রস্রবণ !
এ সুরে মেতেছে এই বাংলার আপামর সাধারণ।
চারশো বছর ধরি
তাহাদের হৃৎকুসুমের মধু অবিরত ঝরি ঝরি
এ সুরের মাঝে লভিয়াছে উপচয়,
মধুরিমা এর আজো মহাকাল করিতে পারেনি ক্ষয় ।
মোর স্বর্গত পূর্বপুরুষগণ
উঠিতে বসিতে এই গানখানি করিত গুঞ্জরণ ॥

যুগে যুগে কোটি কোটি নরনারী হইয়া আত্মহারা
একই চষকে পান করিয়াছে স্বর্গীয় রসধারা।
সেই রস-সম্ভোগ
চারি শতকের বাঙালীহৃদয়ে ঘটাইল সংযোগ।

পূর্ণাহুতি

যখন শুনি এ গান,
চারিশতকের প্রীতিবন্ধনে বুকে যেন পড়ে টান ॥

তাই মনে হয় মোর
এই গানখানি সেই মালাটির ডোর,
লক্ষ লক্ষ হৃদিকদম্বে যেই মালাখানি গাঁথি
শ্যামের গলায় পরাল একদা রামীরজকীর সাথী ॥
আপাদলম্বি সেই কদম্বমালা আজো মঞ্জুল,
আমি যেন সেই মালার একটি চরণচুম্বি ফুল ॥

শোকপুরী

কবে এলে ?   এসো, বসো, এসেছ না ডাকতে।
প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে একা একা থাকতে।
এ গৃহে আসতে আর কেবা ভালবাসবে ?
এ শোকপুরীতে কেবা সাধেসুখে আসবে ?
সে-ত আর নেই যারে সবে ভালবাসত !
তারি টানে কতজনই ঘন ঘন আসত !
আসত যাদের ছিল কোনরূপ স্বার্থ,
আসবে না তারা কেউ একবারও আর তো।
বসবে না মজলিস বৈঠকখানাতে,
হবে নাক এটা ওটা বানাতে বা আনাতে ॥

কলরোল আর নেই, পাখীটাও স্তব্ধ
সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা তাও নিঃশব্দ।
বাড়ীর জানালাগুলো রয়ে যায় রুদ্ধ,
কেউ কারো 'পরে আর হয়নাক ক্রুদ্ধ।
কেউ আর করেনাক তর্ক কি গল্প,
তুষ্ট সবাই পেয়ে জুটছে যা অল্প।
হাঁকডাক নেই, ছুটে আসেনাক ভৃত্য,
তবু ভোলা যায়নাক দিবসের কৃত্য।
ক্ষুধিত শিশুর মুখে দিতে হয় খাদ্য,
পাওনা মিটাতে হই একই ভাবে বাধ্য ॥

পেট ত ছাড়েনি দাবি, এক মুঠো সিঝিয়ে
পিণ্ড গিলিতে হয় আঁখিজলে ভিজিয়ে।
শিশুরা করে না খেলা খেতেও তো চায় না,
কোথা গেল কাঁদা-কাটা আবদার বায়না?
স্কুলে যেতে খোকা আর ট্রামভাড়া লয় না,
হেঁটে করে যাওয়াআসা, কথাটিও কয়না।
ম্লান মুখে কয় নীলু—বল মাগো কি ভাবে
চালাব এ সংসার পাইনা যে হিসাবে।
বাজারে কেউ না যায়, খায় তাই পায় যা,
ফেরিওয়ালার কাছে কেনে উমা চায় যা॥

নামগুলো ভুলে যাই ভুলো হ'ল মনটা
খেয়াল রাখিনা মোটে আর ঘড়িঘণ্টা।
ছেলেপুলে নিয়ে এলে? এসেছেন খুড়ীমা?
মানে মানে গেছে চলে এ বাড়ীর বুড়ীমা।
একদিন হেথা এসে কত খেলা খেলতে,
আজ সেথা এলে ভাই আঁখিজল ফেলতে?
হুকুম করতে তুমি কত কি যে রাঁধতে
এলে আজ সেথা তাই অনাহারে কাঁদতে।
কয়দিন ছুটি পেলে? রবিবারে শ্রাদ্ধ,
এসে গেছ, আয়োজন কর যথাসাধ্য।
দাদা গেছে, সে দাদার কোথা পাবে তুলনা।
দূরে আছ তবু ভাই আমাদের ভুল না॥

তোমরা চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী গেল ছাড়িয়া ভবন,
চামচিকা বাদুড়ের এবে তাহা লীলানিকেতন।
বাজে না কাঁসরঘন্টা শঙ্খ, নাটমন্দির নীরব,
সারা গ্রাম শ্রীবর্জিত নিরানন্দ মূক নিরুৎসব।
কীর্তন, কবির গান, কথকতা, যাত্রা ও পাঁচালী
তারাও বিদায় নিল, গ্রামে আর নাই করতালি।
সুদর্শন গৌরতনু পোড়া চোখ জুড়ায় না আর,
দৃষ্টান্ত মিলে না আর পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতার।
আর্জি পেশ করিবার নাই আর শরণ্য আশ্রয়,
অরণ্যে রোদন এবে, গ্রাম্যদ্বন্দ্বে আপস না হয়॥

ঘটা-সমারোহে আর আসে নাক গ্রামে দশভুজা।
নমোনমো করি হয় সর্ব পর্বপার্বণের পূজা।
শিল্পীরা উৎসাহহারা, মন্দীভূত শিক্ষার বিস্তার,
পায়নাক গ্রামবাসী মাঝে মাঝে তৃপ্তি রসনার।
আরামবিলাস তরে করিতে ধনের বিনিয়োগ,
জনগণ অংশ তার করিতে পাইত কিছু ভোগ।
সংযোগ রচিলে গ্রামনগরের সাথে কালে কালে,
সভ্যজগতের সাথে পরিচয় মোদের ঘটালে॥

অকূলে কাণ্ডারী ছিলে, ছিলে সারা গ্রামের ভাণ্ডারী,
প্রগতির পথে ছিলে বর্তীধারী তোমরা দিশারী।
তোমরা চলিয়া গেলে পৌরভূমে, হ'য়ে গেলে পর,
সুন্দর বিদায় নিল গ্রাম হ'তে,—শুধু থেকে সর॥

মায়ের আহ্বান

দুর্দশা মোর জানিয়েছিলাম অনেক দেবতায়,
কেউ তোরে কি জানায়নিক হায় ?
আসবি কবে ? আসবে কবে পরম শুভক্ষণ,
সফল হবে মঞ্জরিত সুরভি যৌবন ॥
আর কতকাল সইবি বাছা মায়ের অপমান,
আর কতকাল সইব ব্যবধান ?
অবিরত হেথায় খাটি' খাটি'
পাথরগড়া গতর হ'ল মাটি।
কাহার তরে রক্ত করি জল ?
সেই শোণিতকে দুধ করে দে, বাড়াবে তোর বল।
তুই আমাকে চাসনি আজো একটি ফোঁটাও দুধ,
একটি মুঠাও ক্ষুদ।
পরের তরে যোগাই কেবল সেবার উপচার,
অন্নমুঠি পারিশ্রমিক তার।
পরের ঘরকে কর এসে তুই আমার নিজের ঘর,
জননীগৌরবে মাথা তুলব অতঃপর ॥
পঙ্কজে তুই ফুটবি কবে এই জীবনের পাঁকে,
তোর আবাহন বাজবে কবে কুলাঙ্গনার শাঁখে ?
পিতৃপুরুষগণ
স্বর্গ থেকে করবে কবে পুষ্পবরিষণ ?
স্বর্গ থেকে সুধা নিয়ে খোকন বাছাধন,
নামবি কবে করতে মায়ের দাসীত্বমোচন ॥

মায়ের কৈফেয়ত

বকলে খোকন,—"তুপুর বেলায় ফেরিওলা এল
ট'কো পচা আম দিয়ে সে ঠকিয়ে চলে গেল।
পোস্তা হ'তে দিতাম এনে বেগমশাহী আম,
পসতাতে তায় হত্তনাক সস্তা ছিল দাম।"
আমি বলি, "আহা গরিব, মা ব'লে সে ডাকে;
তুপুরবেলায় কেমন করে ফিরাই আহা তাকে॥"

বকলে খোকন—"আগাম টাকা দিলে গয়লাটারে,
কোথা থেকে তুধ দেবে সে ভবানী তার ভাঁড়ে।
গোরু কিনে তুধ যোগাবে, মিথ্যে কথা বলে
ঠকিয়ে গেল, টাকাগুলো জলেই গেল চলে।"
আমি বলি, "আহা গরিব, মা ব'লে সে ডাকে,
কেমন করে ওরে খোকন ফিরাই আহা তাকে॥"

বকলে খোকন—"দেখছি আমি পাড়ার স্বর্ণকার,
কি গড়াবে? ওটা কেন আসছে বারংবার?
কি প্রয়োজন বল আমায়, খাঁটি জিনিস চিনে
বৌ-বাজারের দোকান থেকে আনব আমি কিনে।"
আমি বলি—"লোকটা ভালো, মা ব'লে সে ডাকে,
ওরে খোকন কেমন করে ফিরাই আহা তাকে॥"

পূর্ণাহুতি

বকলে খোকন—"কাঁচুমাচু মুখটা মাথা নীচু
ঐ যে পাঁচু ধার বলে নেয় শোধ করেছে কিছু ?
করলে প্রতি রবিবারে আসতে নিমন্ত্রণ,
সপ্তাহে সপ্তাহে এসে করবে জ্বালাতন।"
আমি বলি—"মেসে থাকে, মা ব'লে সে ডাকে,
বড় অভাব কেমন করে ফিরাব বল তাকে ?"

বকলে খোকন—"ঐ যে লোকটা নিত্যি পাড়ে পাত,
এই রেশনের দিনে বলো কোথায় পাবে ভাত ?
সবল শরীর খেটে খেতে অনায়াসেই পারে,
পায় না চাকর, চায় তা সবাই যাক্ না তাদের দ্বারে।"
আমি বলি—"বড়ই কাঙাল, মা ব'লে সে ডাকে,
না হয় দুমুঠ কমই খাব, তাড়িয়ে দেব তাকে ?"

পিতলের ঘট

দড়াবাঁধা পিতলের ঘটমাত্র আমি,
বারবার কূপ মধ্যে উঠি আর নামি।
সেথা অবগাহনের ফলে
বারবার পূর্ণ হয়ে জলে
যতটুকু সাধ্য মোর ততটুকু করি' আহরণ,
করিয়াছি তোমাদের পিপাসাবারণ॥

কূপের কঠিন পাটে আঘাতে আঘাতে
সর্বাঙ্গে খাইয়া টোল উপনীত চরমদশাতে।
নূতন আঘাত কোন সহিতে পারি না আর, তাই
তোমাদের কাছে আমি অব্যাহতি চাই।
পাঠাইয়া দাও মোরে কংসারির বাড়ী,
নবকলেবর সেথা পাইতেও পারি॥

খৃষ্টদেব

গভীর শীতের রাতে আস্তাবলে তুমি জন্ম নিলে
নবতারা অনুসরি' প্রাচ্যজ্ঞানগুরুগণ মিলে
আসিল সঁপিতে তোমা ভক্তিঅর্ঘ্য, জানাতে উল্লাস,
তাঁদের সমক্ষে তুমি করিলে না বিভূতি প্রকাশ ॥

উন্মত্ত হেরোদ রাজা, যত শিশু ছিল রাজ্যে তার
নির্বিচারে তাহাদেরে একে একে করিল সংহার।
বরণ করিলে তুমি মাতৃঅঙ্কে মিশরপ্রবাস,
সেদিনও করনি তুমি ঐশ্বর্য বা বিভূতি প্রকাশ ॥

বিদেশে অজ্ঞাতবাসে, ফিরে এলে বহুবর্ষ যাপি,
চরণে শরণাগত দলে দলে হ'ল পাপী-তাপী।
ধর্মান্ধ ফরিশীগণ করিল না তোমারে বিশ্বাস,
চেতাইতে তাহাদেরে করিলে না বিভূতি প্রকাশ ॥

ধর্মদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হলে রাজদ্বারে
অসিহস্তে রক্ষিগণ এলো তোমা বন্দী করিবারে।
ধরাইয়া দিল শিষ্য নরাধম পাপিষ্ঠ জুদাস,
ধরা দিলে, করিলে না সেই দিনও বিভূতি প্রকাশ ॥

দ্বিধায় দুর্বল চিত্ত পাইলেট করিল বিচার,
ঘটিল তোমার ভাগ্যে ক্রুশদণ্ড চাপে জনতার।
ভণ্ডগণ হ'ল খুশী, ভক্তগণ হইল হতাশ,
সে চরম দুর্দিনেও করিলে না বিভূতি প্রকাশ ॥

পূর্ণাহুতি

ক্রুশে চড়াইল তোমা সহিলে চরম নির্যাতন,
কণ্টকমুকুট শিরে দিল তারা অঙ্গে নিষ্ঠীবন।
বৈরীদের ক্ষমা করি তেয়াগিলে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
সে চরম মুহূর্তেও করনিক বিভূতি প্রকাশ॥

জন্মিয়া মানবীগর্ভে নৃ-ধর্মই করেছ পালন
বর্ণে বর্ণে। মানবিক শক্তিসীমা করনি লঙ্ঘন,
ঐশ্বর্য-সংযমে হলে মানুষের অন্তরঙ্গজন
তাই তুমি পরিত্রাতা মানুষের ভ্রাতা চিরন্তন॥

বিভূতিপ্রকাশ যদি করিতেই হৃদয়বল্লভ,
যুগে যুগে দেশে দেশে জয়যাত্রা হ'ত কি সম্ভব ?
ভক্তি নয়, ভয়ে জনসাধারণ মানিত নিশ্চয়,
চিরতরে রূপান্তর লভিত কি মানবহৃদয় ?

হয়ত জুদিয়া রাজ্য কিছুকাল হ'ত লাভবান,
ভুলাইয়া দিত তোমা বুলাইয়া পাণি শয়তান।
বিভূতিপ্রকাশে আয়ু বেড়ে যেত শতেক বৎসর,
অমর তো ছিলেনাক, ক্রুশই তোমা করেছে অমর॥

হত নও, মানবের কল্যাণার্থে তুমি দিলে প্রাণ।
ঐশ্বর্য-সম্বরি তুমি মানবেরে যা করিলে দান,
সে দানের সুধাসিন্ধু যুগে যুগে ভুবন ডুবায়
উদ্বেলিত করে তারে বহু সুধাধারা মিশি তায়॥

জোড়হাতের গান

জোড়হাত করেই আছি,
এমনি করে রইতে হবে যত কালই বাঁচি।
এ সংসারে সবার কাছে
জোড়হাতে রই, চটেন পাছে,
জোড়হাতে রই গৃহিণীও আসলে কাছাকাছি॥

ছেলে মেয়ে জামাই বেহাই
কারো কাছে নেইক রেহাই,
ঝি চাকরেও রাঙায় আঁখি, জোড়হাতে তাই রই।
দেয়না আমল সম্পাদকে,
চাইলে টাকা প্রকাশকে
ধমকে উঠে, চমকে উঠি, জোড়হাতে সব সই।
জোড়হাতে রই ঝগড়া বাধায় পাছে পাড়ার পাঁচী॥

দিতে হবে মেয়ের বিয়ে,
বরের পিতার ঘরে গিয়ে,
জোড়হাতে মোর জানিয়ে বেড়াই ব্যর্থ নিবেদন।
বৃত্তি ছিল শিক্ষকতা,
জোড়হাত করেই থাকার কথা।
জোড়হাতে না পড়ালে কেউ দিত না তায় মন।
জোড়হাত ক'রে সকল ঠাঁয়েই চলছে আমড়াগাছি॥

পূর্ণাহুতি

ভোরে দোরে ধাক্কা মারে
জমিদার নয় জমাদারে,
হাতজোড়ে কই, করো যেন উঠানটা আজ সাফ।
দর্জি ধোবার মর্জিমত
বেশভূষা হয় হস্তগত,
জোড়হাতে কই ত্বরা এসব ফিরিয়ে দিও বাপ।
এমনি ক'রে জোড়হাতে রই মেহেরবানি যাচি॥

ট্রামে বাসে যখন চলি
দাঁড়াই হয়ে কৃতাঞ্জলি,
সহযাত্রী একটু সরে দেয় যদি বা ঠাঁই।
দেশের যত কাউণ্টারে
জোড়হাতে রই একটি ধারে।
সব আপিসেই ঢুকতে রেওয়াজ জোড়হাত করাটাই।
এক হাত চলে কেবল গায়ে বসলে মশা মাছি॥

চিদানন্দ

সৃজনানন্দে হে চিদানন্দ গাহিলে একদা গান
সেই গানে হ'ল সারা বিশ্বের গগন স্পন্দমান।
গুরু গুরু ডাকে ধ্বনিত হ'ল তা জলদের পাখোয়াজে,
বৃষ্টিধারার হাজার তারায় প্রতি বরষায় বাজে ॥

গিরিনির্ঝরে সেই গান ঝরে, ঝরঝর খরতানে
কুলুকুলুরবে তাই বহে নদী মহাসিন্ধুর পানে।
সাগর গরজি সেই গান গায়, শোনে তা বিশ্বজন,
সেই গান শুনি বিশ্ববাসীর উচাটন হয় মন ॥

যে যেথায় আছে গেয়ে ওঠে সবে নানা সুরে গানটিরে,
যত গায় গান ধরি' নানা তান তোমাতেই যায় ফিরে।
চিরদিন ধরি চক্রাবর্তে এই গীতলীলা চলে
সঙ্গীতপথে স্বর্গ নামিয়া আসে তাই ধরাতলে ॥

অনুতপ্ত

দিয়াছিলে স্নেহে প্রেমে সরস হৃদয়
তোমার কার্পণ্য নাই তুমি দয়াময়।
মান যশ করিবারে ভোগ
আমি মূঢ় করিয়াছি সে দুর্লভ ধনের নিয়োগ।
যে হৃদয় দিলে তুমি সুধা বিলাবারে
সুরাপাত্র করিলাম তারে,
ভাবি নাই খ্যাতিতৃষ্ণা অপ্সরীর মতো
তপোভঙ্গ করা তার ব্রত॥
তপ ভুলাইল মোর তার ছলাকলা,
গেল তপ, জন্মিল না কোন শকুন্তলা!
তোমার তর্জনী পানে চাই নাই কভু,
তোমার দানের কথা বারবার ভুলিয়াছি প্রভু।
যারে আমি এতকাল করিয়াছি জীবনের ব্রত
এতদিনে বুঝিয়াছি তার মূল্য কত॥
দুর্লভ এ জীবনের করি অপচয়
মুকুতারে তুচ্ছ গণি করিয়াছি শুকুতা সঞ্চয়।
জীবনসায়াহ্নে হায় ঘুচিল সংশয়,
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা—বিনয়ের আতিশয্য নয়॥
তোমার নির্দেশ প্রভু করিয়াছি হেলা;
তোমারে ভুলায়ে দিল 'লেখা লেখা খেলা'!
তোমারে তোমারি দান অনুরাগে সরস হৃদয়
সঁপিতাম যদি প্রেমময়,
হারাতে হ'ত না তবে অন্তিম আশ্রয়॥

নবপ্রসূতি

হয়না আর ভানতে তো ধান, কাচতে কাপড় ঘাটে,
সকালবেলা আর কাটেনা কেবল ঝাঁটেপাটে।
এঁটো বাসন ধুতে আমায় হয়নাক দুইবেলা,
রান্নাঘরে আর ঢুকি না, বন্ধ হাঁড়িঠেলা।
হলুদ বাটতে বাটতে হাতে পড়ে না আর কড়া,
কুয়ো থেকে জল তুলতে হয় না ঘড়া ঘড়া।
খোকন আসার পর
এবাড়ীতে পোড়ামুখীর বেড়েছে আদর ॥

ভালবাসি যা যা সেসব আসছে চড়া দরে,
খই ভেজে হয় মুড়কি মোওয়া, দই পাতা হয় ঘরে।
দুধ খেতে পাই ঘরের গোরুর, করতে সুমধুর
শাশুড়ী দেন মেখে কলা টাটকা খেজুরগুড়।
নানা রকম চাটনি আচার পাচ্ছি খেতে রোজ,
এক এক দিবস মনে করি খাচ্ছি যেন ভোজ।
খোকন আসার পর
এবাড়ীতে এ 'আঁটকুড়ী'র বেড়েছে আদর ॥

সকাল সকাল এখন আমি শোবার ঘরে যাই,
হয়না খেতে পাতকুড়ানো সবার আগেই খাই।

পূর্ণাহুতি

অসুখ হলে দেখতে আসে পাশকরা ডাক্তার,
নেইক আমার কয়লাভাঙা ময়লা পরা আর।
ননদী আর আগের মতো করেনা টিস টিস,
শাশুড়ীমার মুখে মধু, আর ঝরে না বিষ।
খোকন আসার পর
এবাড়ীতে পেয়ে গেছি মেয়ের সমাদর॥

ওরে খোকন, রে বাছাধন কোথায় এতকাল
ছিলিরে তুই জানিসনি কী ছিল মায়ের হাল?
ফরসা ছিলাম খেটেখেটে রঙ যে হ'ল কালি,
পান থেকে চুন খসলে পরেই খেতাম গালাগালি।
জেনেছিলি? জানিয়েছিলাম অনেক দেবতায়
হয়ত শুনেই এলি ছুটে বাঁচাতে তোর মায়।
তোর আসারই পর—
বেঁচে গেলাম পেয়ে গেলাম মায়ের সমাদর॥

খোকন, মুখের হাসিটি তোর সবার ভালো লাগে;
আরো মধুর লাগত যদি হাসতে পেতাম আগে।
অঙ্গটি তোর হয়েছে বেশ তেলালো গোলালো,
আরো হ'ত শরীর আমার থাকত যদি ভালো।
কালোতো ন'স ফরসা আরো হ'ত রঙের ভাতি,
হতাম না রে ময়লা যদি খেটে দিবসরাতি।
খোকন বাছাধন,
তুই এলি তাই হ'ল আমার দাসীত্ব মোচন॥

বিশ্বাস

আটটি প্রহর ধরি'   নিত্য আবর্তন করি'
স্মজন করিছ রাতদিন,
ছয় ঋতু বর্ষসাল   ফিরাইছ চিরকাল
তপনেরে করি' প্রদক্ষিণ।
ধরণী মা এইমতো   ধরি' লক্ষ বর্ষশত
সৃষ্টিধারা রাখিতেছ তুমি,
বিশ্বাস পোষণ করি   আরো কত যুগ ধরি'
এমনি রহিবে জীবভূমি ॥

এ বিশ্বাসে এ সংসার   চলিছে বহিছে ভার
জানি সৃষ্টি পাবেনাক লয়,
গড়ি' দূর ভবিষ্যৎ   স্মরি' দূর যাত্রাপথ,
করি মোরা পাথেয় সঞ্চয়।
দূর বংশধরে ভাবি'   কত না মোদের দাবি
কত দ্বন্দ্ব কত আস্ফালন।
জানি তব এক চুল   কখনো হয়না ভুল,
তাই করি এত আয়োজন ॥

কি আশ্চর্য মা মেদিনী,   তোমা সৃজিলেন যিনি
তাঁহারে ভুলিয়া বেশ রই।
মহাশূন্যে কর বাস   তবু তোমা যে বিশ্বাস
সে বিশ্বাস তাঁর প্রতি কই ?

পূর্ণাহুতি

তোমারো মরণ হবে,   তবু দীর্ঘকাল রবে
কোটি বর্ষ হয়ত, পৃথিবী।
রহিয়া তোমার কোলে   ভুলে যাই মিঠা বোলে
কীটসম মোরা ক্ষণজীবী॥

আমি কবি রচি গান   তাহারো কি অবসান
এ পতঙ্গজীবনের সাথে?
আমার এ সৃষ্টিধারা   মরুতে কি হবে হারা
স্মৃতিটুকু রবে না তোমাতে?
চিরদিন বাহুডোরে   রাখিতে পারিবে ধরে
গায়ে মিছে সোহাগ বুলাও,
তাই যদি মায়াঘোরে   ছাদিত করিয়া মোরে
চিরন্তনে কেন বা ভুলাও?

ক'দিন তোমার পরে   এ পারের ভাঙা ঘরে
থাকিবার দিবে অধিকার।
তার পর কারে স্মরি'   কাহারে বিশ্বাস করি'
হ'ব হায় ভবনদী পার?
শৈশবের সে বিশ্বাস   নিঃশেষে করিলে গ্রাস
এককণা রাখিলে না বাকি।
স্রষ্টার চেয়েও বড়,   সৃষ্টি তুমি মনে কর
স্রষ্টারে ভুলায়ে দাও ফাঁকি॥

ভক্ত পাঠক

তুমি এসেছিলে আমার জীবনে নিজ প্রয়োজনে নয়,
যেন প্রাক্তন পুণ্যফলের সহসা অভ্যুদয়।
সবচেয়ে মোর হইলে আপন,
তোমারেই মোর ছিল প্রয়োজন।
ভাগ্যের বশে কেহ কেহ হেন মনের মানুষ পায়।
সরস শ্যামল করিলে জীবন অমৃতের ঝরনায়॥

সরস্বতীর ভাণ্ডার লুটি' আনিলে অগাধ ধন,
হায় হায় তায় সিদ্ধ হইল কার কোন্ প্রয়োজন?
জীবনতরীটি বিদ্যার ভারে
ডুবিল বৈতরণীর পাথারে,
নদীর বক্ষে হ'ল আবর্তে বুদ্‌বুদ্ বিরচন।
তপস্যা তব পরজন্মের হ'ল বুঝি প্রাক্তন॥

তুমি চ'লে গেছ শ্লথ হাতে তবু লিখি বটে মাঝে মাঝে,
লেখা শেষে বুকে দীর্ঘশ্বাসের বিরহবেদনা বাজে।
হায় কারে আমি সে লেখা শোনাব,
কার কাছে হায় দক্ষিণা পাব,
কার বিচারের নিকষশিলায় তাহার পরখ হবে?
আসল মূল্য হায় কে আমারে ক'বে?

পূর্ণাহুতি

জাগাবে শঙ্খে মর্মে কে মোর নিদ্রিত দেবতারে ?
তোমার কথাই স্মরি তাই বারেবারে।
আজি পড়ে তাই মনে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে কত রস-আলাপনে!
আহার নিদ্রা ভুলিয়া যেতাম সবি
সত্যই আমি সেদিন হতাম কবি।
তোমার কণ্ঠে মম রচনার আবৃত্তি-দর্পণে
নিজেরে চিনিয়া তৃপ্তি পেতাম মনে॥

জরায় কাতর, নয়ন দৃষ্টিহীন,
যষ্টি হারানো পঙ্গুর মতো কাটিছে রাত্রিদিন।
স্মৃতি পায় লোপ, ভুল করি অনুখন,
তুমি নেই কেবা করিবে আমার ভুলের সংশোধন ?
স্মরাইয়া দিবে কেবা
একনিষ্ঠায় করেছি একদা সরস্বতীর সেবা॥

স্থবির কবিরে সকলেই ত্যজিয়াছে,
কেউ আসেনাক কাছে।
একা তুমি ছিলে একশো জনার মতো,
একাধারে সাথী গুণী জ্ঞানী কবি বান্ধব অনুগত।
ভরে গেছে দেশ কাশীনাথে কাশীনাথে—
বীণা কাঁদে নিঃসঙ্গ অপটু বরজলালের হাতে॥

• ভক্তপাঠক শ্রীমান তারাচরণ বসুর অকালবিয়োগে

ছন্দোবালা

ছন্দোবালায় রাখ্‌ব কোথায় বন্দী ক'রে ?
(সে যে) বন্দী করে যা পায় তারে বাহুর ডোরে।
ছড়ানো ফুল দেখলে কুড়ায় কলার পাতে,
তাই দিয়ে সে সারাটি দিন মাল্য গাঁথে ॥

লতাটিরে বৃক্ষে জড়ায় নূতন ছাঁদে,
মাঠে মাঠে ধানের শীষে গুচ্ছ বাঁধে।
পাড়ার যত পল্লী-বালায় ভালবেসে
বেণী বয়ন ক'রে বেড়ায় এলোকেশে ॥

পল্লীমায়ের শ্যামল আঁচল হাওয়ায় মাতে,
কুঞ্চিত তায় করে সে দেয় নিপুণ হাতে।
কেমন ক'রে জেনে সে নেয় মনের ব্যথা
চয়ন করে, সবার সুখের দুখের কথা ॥

সুরের সূতায় গেঁথে তাহাই প্রচার করে,
অবারিত দুয়ার তাহার সকল ঘরে।
সব গৃহিণীর ভাণ্ডারে তার আনাগোনা,
অযাচিতে ক'রে বেড়ায় গিন্নীপনা ॥

যা পায় তারে ভেঙ্গে গড়ে মনের মত,
এই আচরণ তাহার লোকে সইবে কত ?
দুষ্টু বালায় বন্দী করি কেমন ক'রে ?
বন্দী করে সে যে সবায় বাহুর ডোরে ॥

মৃত্যুশোক

হঠাৎ মৃত্যু হয়ে গেল থ্রম্বসিসে গৃহপতির
হিসাবনিকাশ খতিয়ানী করছে সবে আপন ক্ষতির।
ভাবছে কেঁদে গিন্নী মেজেয় লুটিয়ে প'ড়ে
এত বড় গৃহস্থালী চলবে এখন কেমন ক'রে?
পুত্রগণে ভাবছে মনে চলবে না আর আমিরী চাল।
বাবা গেলেন অসময়ে হায় কে ধরে তুফানে হাল!
ছিলাম অভিজাতের দলে
মধ্যবিত্তের নীচে নেমে গেলাম সাধারণের তলে।
কেউ-বা ভাবে বিলাত যাওয়ার কল্পনা মোর গেল ফেঁসে,
থিসিস ডিগ্রি থাকুক মাথায়, চাকরি নিতেই হ'ল শেষে।
কেউ-বা ভাবে মোটর রাখা আর না চলে।
কেউ-বা বলে আয়ের মাফিক খরচ করো ভাই সকলে।
কেউ-বা ভাবে চাকর-বাকর ছাঁটাই ছাড়া উপায় কই,
বাবা বেজায় খরচে ছিলেন, ব্যাঙ্কব্যালান্স যৎসামান্যই।

বাড়ীখানা মায়ের নামে একত্র বাস করব সবে,
নীচেতলা ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সের উপায় করতে হবে।
পুত্রবধূগণের চিন্তা—রান্নাঘরের পড়বে ভার,
আপন আপন বাক্সে তাদের জমবেনাক কিছুই আর।
ফি-সপ্তাহে সিনেমাতে বন্ধ হ'ল তাদের যাওয়া,
বন্ধ হ'ল সিন্ধুতীরের হাওয়া খাওয়া।

পূর্ণাহুতি

অনূঢ়ারা কাঁদছে বসে সঙ্গোপনে,
বিয়ে তাদের কপালে নেই ভাবছে তারা মনে মনে।
আশ্রিতারা ভাবছে দিয়ে মাথায় হাত,
এ বাড়ীতে বন্ধ হ'ল তাদের ভাত।
নানাজনের নানান চিন্তা ভিজায় চোখ,
আপন আপন দুর্ভাবনাই মৃতের জন্য আসল শোক।
ভবিষ্যতের চিন্তা করা জীবিতেরই দুঃস্বপন।
শোচনা নয়; শোচ্য নহে পরম শান্তি পায় যে জন॥

অগ্নিগর্ভ ভস্ম

জন্মমাত্র মাতৃহারা অনাথ বালক
লালিত পরের ঘরে খেয়ে এঁটোপাতে,
স্বজন বিরূপ তার বাপ পলাতক,
ছিল না সম্বন্ধ স্কুলকলেজের সাথে ॥

আপন ছিল না কেউ সারা ছুনিয়াতে
কখনো ভেড়ুয়া ভৃত্য, কখনো যাচক,
বেপরোয়া ভবঘুরে হাঘরে হাভাতে,
সরাইবাঁদীর কভু অঞ্চলবাহক ॥

তোমারে জানিত সবে অকেজো পাগল,
ফরাসী সমাজে ব্রাত্য সভ্যতাবিরোধী।
ছাই-এর গাদায় চাপা ছিল কি অনল
কে জানিত পরিণতি জ্বলি' উঠে যদি।
লাঞ্ছিতের মূক কণ্ঠে তুমি দিলে ভাষা,
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মুক্তির পিপাসা ॥

স্বীকৃতি

ভক্ত আমি নই,
অজানার উদ্দেশে আমি প্রাণের কথা কই।
নরনারীর প্রেমের কথাই ব্রজলীলার ছলে,
গেয়ে গেছি জানি না হায় ভক্তি কারে বলে॥

প্রাজ্ঞ আমি নই,
কেতাব বেশি নেইক পড়া, বিদ্যা সামান্যই।
যতটুকু জানি কাজে লাগাই তা নিঃশেষে।
বৃক্ষ বলে ধারণা হয় এরণ্ডদের দেশে॥

নিঃস্পৃহ ঠিক নই,
'গোবিন্দায় নমঃ' বলি পড়লে উড়ে খই।
অনায়াসে পেলে পরে গুটাইনাক হাত।
খ্যাতিও চাই, নিতে রাজী পাই যদি সওগাত॥

নিরভিমান নই,
শক্তি কোথা? কাজেই আমি সব আচরণ সই।
গর্ব আমার বেশই আছে, গর্জে থাকি থাকি,
বুদ্ধিবলে তাকে আমি খর্ব করে রাখি॥

কবিও ঠিক নই,
কাব্যলেখা আমার শেখা পড়ে কবির বই।
নেইক রসদৃষ্টি, ভাবে হইনাক' তন্ময়,
ছন্দ দিয়ে করতে পারি কবির অভিনয়॥

ভারতমাতা

বন্দি ভারতমাতা অনিন্দিতা,
শঙ্কাতে সংকটে কণ্টকভরা পথে অকম্পিতা ॥

দুঃখের দুর্দিনে বিষাদহীনা
বৈভবে গৌরবে যেন মা দীনা,
বৈরী যে তার প্রতি করো না ঘৃণা,
সমদর্শিকা তুমি দ্বন্দ্বাতীতা ॥

ধর্মে কামনাহীনা নিবেদিত প্রাণ,
সত্য তোমার দেহে বর্মায়মাণ।
করিতে কর্মফল ব্রহ্মেরে দান
শিখালো তোমারে দেবি তোমার গীতা ॥

দুগ্ধকুল্যা তব দৃষ্টি ঝরায়
মাধুরী বৃষ্টি ঝরে তব রসনায়।
সৃষ্টি অমৃতময়ী ভায় মহিমায়
আসো তুমি মা দেবি শুচিস্মিতা ॥

জ্ঞানে ধ্যানে গৌরবে অমুন্ধতা।
তোমারে ঘেরিয়া রাজে পবিত্রতা,
ঘরে ঘরে রাজে তব পতিব্রতা
অনসূয়া উর্মিলা ভদ্রা সীতা ॥

যশতৃষ্ণা

খ্যাতি-যশে মোর আর নাই কোন লোভ,
অপযশে আর হয় না আমার ক্ষোভ।
যে-জন যাত্রী বৈতরণীর পথে
কি হবে তাহার বিজয়-কেতন রথে।
এই ধরণীতে এসে,
ভুল করেছিনু ধরণীরে ভালবেসে॥
রেখে যাব হেথা প্রাণের সঙ্গী বীণা,
ভাবি মাঝে মাঝে আর কারো হাতে সে বীণা বাজিবে কিনা।
স্মৃতিটুকু মোর লুপ্ত হবে কি হেথা চিরদিন তরে,
কিছু চিহ্ন কি রবে না ধরার 'পরে?

নাম সার স্মৃতি কি তার মূল্য আছে,
মানুষের মনে যদি তাহা নাহি বাঁচে?
এটুকুর লোভ করিতে পারি নি জয়।
ধরণীর সাথে সব বন্ধন একেবারে পাবে লয়?
সাধন-ভজন করে যারা চিরদিন,
হয়তো তাহারা এই লোভে উদাসীন;
আমার জীবনে সাধন-ভজন নাই
ভাবি আমি হায় তাই—
এ ধরায় যদি লোপ পায় সব স্মৃতি,
আসল মরণ তাহাই,—সে ভয় পীড়ন করে যে নিতি॥

পূর্ণাহুতি

তাবি পাইনাক দিশা—
ওপারের সাথী হবে নাকি সেই তৃষা ?
এই ধরণীতে সেই তৃষা মোরে পুন কি আনিবে টানি ?
তাহলে ধরার সাথে বন্ধন ছিন্ন হবে না জানি ।।

এই জীবনের সব সাধনার ধন,
তুচ্ছ হলেও পরজন্মে তা হবে নাকি প্রাক্তন ?
তাহা যদি নাহি হয়—
আমি তো চিনিতে পারিব না মোর জীবনের সঞ্চয় ।
আমার সৃষ্টি যদি কিছু রয় এই ধরণীর 'পরে
দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের ঘরে ।
আমিই হয়তো হইয়া তখন যুগপ্রতিনিধি কবি
জঞ্জাল বলি পুড়ায়ে ফেলিব সবি ।
আমি চাই তাই—তৃষ্ণার অবসান
ধরার মমতা জয় করি চাই নিঃশেষে নির্বাণ ।
যশ-পিপাসায় হয়ে তাই উদাসীন ।
এসেছে আমার তৃষ্ণা-জয়ের মন্ত্রজপার দিন ।।

ধনপতি

চণ্ডীদেবীর ঘট যে সাধু, ঠেল্‌লে তুমি পায়,
ভাঙ্‌লে যে ঘট, ঐ পদাঘাত করলে তুমি কায় ?
চণ্ডীমায়ে নাই মানিলে, নাই করিলে ভয়,
সতীর হৃদয় ভাঙলে তুমি, তুচ্ছ তাতো নয়।
হীন কাপুরুষ, করলে তুমি প্রেমের অপমান।
কবির হাতে তাইতো তোমার নাইক পরিত্রাণ ॥

ভারতের কবি

ভারতের কবি বলি তারে
হিমাদ্রি স্তম্ভিত করে বিশ্বরূপ মহিমায় যারে
উদ্বেলিত করে যার চিত্ত পয়োনিধি
বনশ্রী বিমুগ্ধ করে স্নিগ্ধ করে হৃদি।
বরষা গাওয়ায় যারে বিরহের গান,
জাতিস্মর করে যারে কোকিলের তান।
দৃষ্টি যার বিস্ফারিত করে নীলাকাশ,
বলাকার পাঁতি করে হৃদয় উদাস।
চিত্ত যার শুচি করে তাপসী জাহ্নবী
তারে বলি ভারতের কবি॥

ভারতের কবি বলি তারে
পাষাণ মন্দির করে ভক্তিনত যারে।
স্বপ্নমগ্ন করে যারে গুম্ফা-স্তম্ভ স্তূপ,
মুগ্ধ যারে করে তাজমহলের রূপ।
জুড়ায় যাহার আঁখি কুমুদ কমল,
বুদ্ধমূর্তি হেরি যার নয়ন সজল।
বৈরাগ্য জাগায় যার অন্তরে কান্তার,
তীর্থভূমি করে অঙ্গে রোমাঞ্চসঞ্চার,
ভারতে জনমি ভাবে নিজেরে গৌরবী
তাহারেই বলি আমি ভারতের কবি॥

কবির প্রয়োজন

কবিরে তোমার হয়নাক প্রয়োজন,
কবিরে এড়ায়ে চল তাই সারাখন !
আচ্ছা তুমি কি প্রিয়া সহ করো মাঝে মাঝে প্রেমালাপ ?
যে ভাষায় করো ভাবের সঙ্গে তা কি ঠিক খায় খাপ ?
প্রিয়া খুশী হয়, গলায় হৃদয় এমন ভাষণ আছে,
প্রিয়াতোষণের ভাষণ শিখাব এস ভাই মোর কাছে।
প্রিয়া কি তোমার মানে বসেনাক ? প্রতিকার কি বা করো,
হয়ে নিরুপায় প্রতিবারই পায়ে ধরো ?
মান ভাঙানোর মোহনমন্ত্র আছে,
দেবো তা শিখিয়ে এসো যদি মোর কাছে ॥

প্রিয়া যদি রয় দূরে,
নিশ্চয়ই তব পরাণ বিরহে ঝুরে।
প্রয়োজন হয় জানাতে পত্রে হৃদয়ের আকুলতা,
ডাক যদি মোরে যোগাব গভীর হৃদয়াকৃতির কথা ॥
শিশুরে সোহাগ করে তব প্রিয়া ভুলাইতে তার মন,
একই কথা শুনি হয় কি শিশুর চিত্তের বিনোদন ?
জানি শিশুতোষে প্রেয়সী তোমার কি কি ছড়া গান চায়,
নবনব সুরে নতুন ছন্দে রচি দেব আমি তায়।
তব দেহ মনে থাকে যদি যৌবন
কবিরে তোমার আছে তবে প্রয়োজন ॥

দ্বিপদী

(১)

শত শত গোরু পুষিলেও কোন' ঘোষ-স্বামী
হয়নাকো কভু গোস্বামী ॥

(২)

ভোজন করিয়া বহু মোরগ-মোরগী
ভোগী আগে রোগী হয় তার পরে যোগী ॥

(৩)

ধনিজন ভোগ্যে কেন তৃষিত নয়ন ?
করিতে হইবে শুধু সৃক্কণী লেহন ॥

(৪)

টিকটিকিকেও করো না বিশ্বাস,
সময় পেলে কুমীর হয়ে করতে পারে গ্রাস ॥

(৫)

কবি নামটি লিখতে পার গলায় দোলা লকেটে,
নোটের গোছা চেকের তাড়া থাকে যদি পকেটে ॥

(৬)

মোটরে দুইটি ভাগ্য রাজপথে আছে ভাগ করা;
একটি মোটরে চড়া, অন্যটি মোটরতলে পড়া ॥

কিশলয়

"ভরা বোশেখের খরা রোদ্দুরে ধরাতে
এলি তোরা দেরি ক'রে কি যে আছে বরাতে।
অশথের দেহময় এলি কচি কিশলয়
ভেবেছিস মজা ক'রে বায়ু ভরে নাচবি।
আমি ভাবি এত তাপে কি ক'রে যে বাঁচবি !"

"কবি তুমি এত বুঝ, এইটুকু বুঝ না,
নববরষের মোরা করি শুভ সূচনা।
দাদু রবি দিল ডাক ঐ শোন বাজে শাঁখ,
সূতিকাগৃহে যে রোয়ে ধাইমার তাত্ নি,
আমরা যে ও-দাদুর আদরের নাত্নী॥"

মহাকালের বিচার

বসি আছ প্রতীক্ষায় মহাকাল একদিন
করিবে বিচার,
মহাকাল-হস্তে পেশ করিবারে, এক জন
চাই পেশকার।
সুপ্ত যাহা, পদাঘাতে তাহারে জাগাতে পারে
নট মহাকাল,
লুপ্ত যাহা তার তরে নটরাজ ধরিবে না
গাঁতি বা কোদাল।
আজ যাহা অনাদৃত হয়ত একদা তাহা
লভিবে আদর,
পুঁথিপত্র যত্ন করি' কে রাখিবে? তার তরে,
চাই জাদুঘর॥

মশক

পচা ডোবা নর্দমায় জনমি' মশক
পরিচ্ছন্ন গৃহে মোর কর আনাগোনা ;
গুঞ্জরণ গানে মোরে করি অন্যমনা
হও তুমি এ দেহের শোণিত-শোষক।
আশ্চর্য ! যে দেহ তব একান্ত পোষক,
দংশি' তার ক্ষতি তুমি করিতে ছাড় না,
শুধুই দেহের তুমি শোণিত কাড়ো' না
প্রাণ হরে তব মুখে বিষের চষক।
তব দংশ হতে শেষে পাইতে রেহাই
ঘরের ভিতরে ঘর করি যে রচনা
জাল পটবাস,— তোমা করিতে বঞ্চনা
অথবা ধোঁয়ার দুর্গ বৃথাই বানাই।
এ অঙ্গে চপেটাঘাত করি বারবার,
তুমি উড়ে যাও, খাই স্বহস্তে প্রহার॥

ভারত ভাবনা

ন্যায় সত্যের সাধক ভারত তুমি
ভূতল স্বর্গ দেববাঞ্ছিত ভূমি।
সারা ধরা তোমা পূজ্য বলিয়া মানে
শুধু প্রতিবেশী শত্রু বলিয়া জানে।
জেদের সঙ্গে করিতে জান না দাবি
তাইত ভারত তোমার জন্য ভাবি॥
আততায়ী যেবা তারো প্রতি নও ক্রূর
অরাতিরও প্রতি নও তুমি নিষ্ঠুর।
প্রথমে আঘাত করিতে তুমি না জানো,
দশাঘাত পেলে কশাঘাত তুমি হানো।
পলায়মানের হও না যে অনুধাবী
তাইত ভারত তোমার জন্য ভাবি॥
হরিতে জীবন সব্যসাচীর করে
গাণ্ডীব যেন হাত কাঁপে দ্বিধাভরে,
হে স্বর্গদূত চিরশান্তির পথে
শুভ্রকেতন উড়ে তব জয়রথে,
যুক্তির পথে চুক্তির প্রস্তাবী
তাইত ভারত তোমার জন্য ভাবি॥
সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধাবান
বাক্যে কর্মে নেই তব ব্যবধান।
শত্রু মিত্রে দিয়ে সম অধিকার
অতিথিসেবায় অবারিত তব দ্বার।
বন্দিনী হ'ল তায় নন্দিনী গাভী
তাইত ভারত তোমার জন্য ভাবি॥

বিধাতার হাসি

ভবনে যখন উৎসব করি হর্ষে মাতি
নিখিল ভুলিয়া উন্মাদনায় সারাটি রাতি।
মাঝে মাঝে বুক দুরু দুরু করে আচম্বিতে
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে অলক্ষিতে।
ফাল্গুনরাতে জাল বুনি কত কল্পনাতে,
আকাশকুসুম তুলি আনমনে আশার সাথে।
মাঝে মাঝে কোন্ অজানা শঙ্কা উদাস করে।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে মাথার 'পরে।
সংসার-মোহে মুগ্ধ যখন সকল ভুলি',
শিশু খেলে কোলে চারি পাশে হাসে স্বজনগুলি।
সুখের মাঝে কে বুকের পাঁজরে আঘাত হানে।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে কোথা কে জানে?

রোষভরে যবে অপরাধীজনে শাসন করি;
বিচারক হয়ে অন্য সবার দূষণ ধরি',
অন্যেরে যবে গণ্য করি না দর্পভরে,
আমার তুল্য ভাবি কেবা আছে এ চরাচরে,
চমকায় বুক, মাথাটা কে যেন নামায় টানি'।
মনে হয় যেন বিধাতা হাসিছে দণ্ডপাণি।
এই বিধাতার নখে বিম্বিত ভবিষ্যৎ।
যুগে যুগে সে যে সাজায় ব্যথার মাথুর রথ।
শুনি লোকে তারে অক্রূর বলে, সে-ই ত ক্রূর।
দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদায় তাহার হাসি নিঠুর॥

সিরাজ

বিনা রণে বিনা শ্রমে হইলে নবাব
মূল্য দিয়া জিনিলে না শাহী মসনদ।
ধৈর্য ছাড়া কিছুরই তো ছিলনা অভাব
দেখিলে না তৃণাচ্ছন্ন কূপের বিপদ।
শৃঙ্খলা মানিল কই তোমার স্বভাব,
শৃঙ্খল পরিল তাই রাজহস্তপদ।
ব্যর্থ হলো তব মাতামহের প্রভাব,
ভুলিলে বিপৎকালে তুমি যে মরদ।
শিখিলে না কূটনীতি ঠকাইল ঠকে,
সরল বিশ্বাস তব প্রধান গলদ।
মরিলে না মারি' তব যত প্রতারকে,
পেলেনাক অনুজীবী কাহারো দরদ।
যত হতভাগ্য তুমি তত পাপী নও,
এ কবির দুই ফোঁটা অশ্রু তুমি লও॥

ব্যবধান

অস্তগামী সূর্যপানে চাহিয়া চাহিয়া
নাবিক তাহার ক্ষুদ্র কুটীরটি স্মরে।
কুটীর-অঙ্গনে স্বপ্ন দেখে তার প্রিয়া
অন্তর তাহার নীল তরঙ্গে সন্তরে'।
দুইজনে দু' হাজার ক্রোশ ব্যবধানে
অবিচ্ছিন্ন কিন্তু তারা প্রেমে মনে প্রাণে॥

নিঃসঙ্গ পথে

জীবনের পথে যতই আগাই যত হয় বোঝা ভারী,
সঙ্গীরা তত একে একে যায় ছাড়ি',
তফাৎ ঘটেছে কাহারো সঙ্গে জীবনাদর্শে ব্রতে,
যত দিন যায় কাহারো সহিত মিলেনাক আর মতে।
কেহ দ্রুত গতি আগে আগে চলে কিছুতে ফিরে না চায়,
কেহ মন্থর, বহু অন্তর তার সাথে ঘটে' যায়।
বহু আশা ক'রে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তারা ছাড়ে,
কেহ-বা পথে বটচ্ছায়ার মায়া না ছাড়িতে পারে।
সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল সুখের অংশী হ'য়ে
দুদিনে দিল ভঙ্গ তাহারা নানা ছলকথা ক'য়ে।
জীবনের পথে যতই আগাই তত ঘুচে অবসর,
বিচার করিতে ভুলে যাই পথে কেবা আত্মীয় পর।
ক্লান্ত চরণে যতই আগাই তত হই উদাসীন,
উদাসীনে ছেড়ে সবে চলে দূরে ক্রমে তাই সাথীহীন॥

জীবনের পথে একলা এখন চলি,
আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নেই সাথে বলি।
দিনত ফুরায় আঁধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী,
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী।
দেখি সাথে সাথে কেহ চলে নাক আর্জ নিয়ে হাতে আলো,
সাঁজের আঁধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো॥

পূর্ণাহুতি

জীবনমরণ-সন্ধির পরপারে
অন্ধকারের বন্ধুর পথে সঙ্গী পাইব কারে ?
জানি না সে পথে কোথা সীমা তাহা আঁধারে যায় কি চিনা ?
জানি না সে পথে তারা জ্বলে কিনা খদ্যোতও জ্বলে কিনা।
জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্যময়,
রাজা বাদশারো দিগ্‌বিজয়ীরো একলা যাইতে হয়।
সাথীহারা হ'য়ে চলিতেছি পথ ব'লি
ক্ষোভ নাই তাই গোধূলি ধূলায় একলাই পথ চলি ॥

দয়ালপ্রভু

হে দয়াল প্রভু, তোমার করুণা লভি'
দেশে দেশে কত উদিল ভক্ত কবি।
শিখাল তাহারা জিনিতে মরণ-ভীতি
ধন্য হইল গাহি' তব জয়গীতি ॥

এক শয়তান হ'ল লাখো শয়তান
চরণে দলিল তোমার প্রেমের দান।
তোমারে ভোলাতে চাহিল দৈত্যদল
কবিরাই তব শত শত সেন্টপল ॥

দানব যদিও হেরিতেছি ঘরে ঘরে
বিমুখ হ'য়ো না মানবজাতির 'পরে।
কবিরা তোমায় ভুলিবে না ভগবান,
জগত জুড়িয়া গাবে তব জয়গান ॥

প্রণাম

প্রণাম আমার জানাই প্রভু সবিতৃমণ্ডলে
যেথায় তোমার পরম পরকাশ,
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু ধরিত্রী অঞ্চলে
যেথায় তোমার গন্ধে অধিবাস ॥

প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু ভূধরে ভূধরে
যেথায় তোমার স্নেহের ধারা নামে,
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু সাগরে সাগরে
যেথায় তোমার স্তব কভু না থামে ॥

প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু নদীর তটে তটে
ঘটে ঘটে যেথায় তৃষা হরো।
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু প্রতি অশথ বটে
তপ্ত তনু যেথায় শীতল করো ॥

প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু প্রতি তৃণাঙ্কুরে
লভে জীবন যেথায় মাটির ধূলি,
প্রণাম আমার ছড়িয়ে দিলাম সারা ভুবন জুড়ে
জানি আমি নেবেই নেবে তুলি' ॥

মিহির সেন

বারিজগৎ জিনলে হেলায় ভেসে আপন দেহের ভেলায়
দিগ্বিজয়ীর এ অভিধা তোমায় শোভা পায়।
সন্তরণের সংতাড়নে বরুণ কাঁপে সিংহাসনে
গ্রহ তারা তোমার পানে অবাক চোখে চায়।
হাঙর কুমীর মকর আদি হিংস্র জলের রণোন্মাদী
পথ ছেড়ে দেয় সসম্ভ্রমে তুলি জয়ধ্বনি !
সিন্ধুমাতা গলায় তোমার পরায় মতি শঙ্খের হার
পথে তোমায় আলোক দেখায় ফণিরাজের মণি।
সিন্ধু তোমায় নিয়ে কোলে দোলায় তোমায় যতই দোলে
সেই দোলনে ঘনায় যেন তোমার চোখে ঘুম।
সেই ঘুম-ঘোর কলস্রোতে এ পারে নেয় ওপার হতে
পারাপারের লীলা তোমার স্বপ্ন বেমালুম।
গর্জি' কহে নীল পারাবার 'রত্নাকর নাম সার্থক আমার
তোমার মত বীররতনে বুকের 'পরে রেখে।'
দেবদেবীরা নেমে এসে ভাবছে অবাক অনিমেষে
মানুষের অসাধ্য কিছু রইল না তাই দেখে।
তরঙ্গেরা বারে বারে তোমার সাথে খেলায় হারে
তোমার জয়ের কীর্তি রটায় দুন্দুভিনিনাদ।
বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রাণে এ ধরা চায় তোমার পানে
বারীন্দ্রজিৎ বৎস, ধরো কবির আশীর্বাদ ॥

জিজ্ঞাসা

যুগ যুগ ধরি' ঋষি কবিদের
সাম্য মৈত্রী প্রেমের উক্তি,
অধীন জাতির সুকঠোর তপে
কৃচ্ছ্রলব্ধ বাঁধন মুক্তি,—
বিশ্বশান্তি হিতের জন্য
সভ্যজাতির এত যে চুক্তি,
সবি কি ব্যর্থ ভ্রান্তির মায়া ?
উড়ন্ত শরদভ্রের ছায়া ?
বিজ্ঞানবল পশুবল হয়ে
মানিবে না কোন' ন্যায়ের যুক্তি ?

যুগ যুগ ধরি' জ্ঞানের সাধনা
সাহিত্য চারুকলার সৃষ্টি,
শিক্ষায়তনে গুরুদীক্ষায়
ক্রমোন্মেষিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি,
সারা বিশ্বের সমবায়ে গড়া
উপচীয়মান এই যে কৃষ্টি,
সবি বুদবুদে রঞ্জিত ফেন ?
অস্তাচলের বিভ্রম যেন ?
সবি কি ভস্ম করিবে বিশ্ব—
মানবমেধের আণব বৃষ্টি ?
শোভে ধরা নানা ইমারতে মঠে
সৌধে গির্জা মিনারে স্তম্ভে,

পূর্ণাহুতি

কত সেতুমালা মেখলার রূপে
রূপসী নদীর চারু নিতম্বে,
সিন্দুরতট শোভে বন্দরে
হৃদয়ে তাহার পোত-কদম্বে,
সবি ছায়াছবি ক্ষণ মনোরম ?
সবি কি স্বপ্ন মায়াবিভ্রম ?
সকলি কি হবে বাষ্পায়মাণ
প্রলয়ংকর আণব বম্বে ?

'৬৬ সাল

অদৃষ্ট হলে মন্দ,
করুণাময়ের খয়রাতখানা একদম হয় বন্ধ।
নদীখালবিলে সব জল যায় শুকিয়ে
নলকূপতলে বালুমাঝে রয় লুকিয়ে।
সুস্থ সবল বিমানবৃন্দ অকারণে পড়ে ধ্বসে
বিজ্ঞানব্যোমে ভাবা জ্যোতিষ্ক কুয়াশায় পড়ে খসে।
সীমান্তবাসী উপজাতীয়েরা অকারণে হয় বৈরী
ট্রেন উল্টায়, আগুন লাগায়, হাতবোমা করে তৈরী।
ক্ষুধিতের দল বন্যাপ্লাবিত নদীচরে কাঁদে ক্ষোভে,
চড়াপড়া গাঙে হাঁটুজলে হায় চালের জাহাজ ডোবে।
তাসখন্দের সাধের সৌধ ভূমিকম্পনে কাঁপে,
বাণীর মরাল বিদলিত হয় ছাত্রদাবীর চাপে।
অদৃষ্ট হলে মন্দ,
অশ্রুপাথারে ঢাকা পড়ে যায় ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা খন্দ॥